গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
রমনা, ঢাকা
www.publiclibrary.gov.bd

স্মারক নং : ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৮.১২৮৩.২৬ তারিখ : ২৩/০৭/২০২৬খ্রি.

বিষয়: জাতীয় গ্রন্থনীতি-২০১৪ বিষয়ে মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় গ্রন্থনীতি ২০১৪ সংশোধনের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রন্থনীতি ২০১৪ সংশোধনের ক্ষেত্রে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কি কি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তার সু-চিন্তিত মতামত আগামী ০৩/০৮/২০২৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: জাতীয় গ্রন্থনীতি-২০১৪

২৩/৭/২৬
মোঃ আল-মামুন হাওলাদার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন -১)

স্মারক নং : ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৮.১২৮৩.২৬ তারিখ : ২৩/০৭/২০২৬খ্রি.

কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:(জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. পরিচালক (সকল), গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান কাম-উপপরিচালক/প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান (উপপরিচালক), বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার (সকল)।
৩. সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান/লাইব্রেরিয়ান, বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার/জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (সকল)।
৪. সহকারী লাইব্রেরিয়ান/গ্রন্থাগারিক, জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার/উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (সকল)।
৫. লাইব্রেরি ইনচার্জ/জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (সকল)।
৬. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর,শাহবাগ, ঢাকা, (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
৭. অফিস কপি।

২৩/৭/২৬
মোঃ আল-মামুন হাওলাদার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন -১)

CamScanner

DEO
মতামতের জন্য
web সাইটে দিতে
হবে
22/07/26

জাতীয় গ্রন্থনীতি (সংশোধিত) ২০১৪

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamScanner

জাতীয় গ্রন্থনীতি (সংশোধিত) ২০১৪

০১. ভূমিকা : কোন জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে তার মানবসম্পদের উন্নয়ন। বাংলাদেশের মত বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের বেলায় এ বিষয়টি অধিকতর প্রযোজ্য। অপরদিকে মানব সম্পদ উন্নয়নের একটা প্রধান ও সর্বাধিক কার্যকর উপাদান হচ্ছে গ্রন্থ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিবর্তন এবং মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনে গ্রন্থ অসাধারণ ভূমিকা রেখে আসছে। সময়ের বিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় গ্রন্থের নানা বিবর্তন ঘটে চলেছে। কাদা মাটির চাকতি, প্যাপিরাস রোল, কোডেক্স, ভেলাম ও পার্চমেন্টের পর কাগজ তৈরি ও ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্রের আবিস্কার গ্রন্থ জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন বয়ে আনে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে সাম্প্রতিক সময়ে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি প্রবর্তিত হয়েছে ই-বুকস, অনলাইন বুকস, ডিজিটাল বুকস ইত্যাদির। তবে যে আকার বা মাধ্যমেই হোক শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এবং উন্নয়নের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে এবং তথ্যের আদান প্রদানে গ্রন্থের উপযোগিতা রয়েই গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী গ্রন্থের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে আসছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সবার জন্য বই শ্লোগানটি উপস্থাপন করে। ইউনেস্কোর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ গ্রন্থমেলা এবং এ উপলক্ষে বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হয়। পত্র পত্রিকায় এসব বিষয় গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়। বাংলাদেশে এভাবেই প্রথম গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোর প্রচারণা ও কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭-১১ জুন, ১৯৮২ ইউনেস্কোর উদ্যোগে লন্ডনে ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ফর বুকস এর আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসে গ্রন্থের উন্নয়ন ও গ্রন্থকে কোন জাতির উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহারের উপায় হিসেবে 'রিডিং সোসাইটি' গড়ে তোলাকে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে ইউনেস্কো ' Towards a Reading Society' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলার জন্য ছয়টি মূল লক্ষ্য নির্দেশ করা হয়।

এসবের ধারাবাহিকতায় আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও উপ-আঞ্চলিক আলোচনায় সদস্য দেশসমূহকে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন, গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য শক্তিশালী গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে গ্রন্থের প্রকাশ ও ব্যবহার সর্বতোভাবে উৎসাহিত করার লক্ষে ১৯৯৪ সালে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণীত ও মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়। দেশের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিজ্ঞজনদের সম্মিলিত প্রজ্ঞার আলোকে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণীত হলেও প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ ও সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা না থাকায় এবং দেশে গ্রন্থ উন্নয়নের জন্য কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান না থাকায় জাতীয় গ্রন্থনীতির তেমন কোন বাস্তবায়ন হয়নি। ইতোমধ্যে দেড় দশকেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি ই-বুকস, অনলাইন বুকস, ডিজিটাল

CamScanner

বকুস ইত্যাদির আবির্ভাব হয়েছে এবং এগুলোর প্রচলন ও ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং রূপকল্প ২০২১ রূপায়ণে গ্রন্থের উপযুক্ত ভূমিকায় বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। এ অবস্থায় জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন করে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। দেশে গ্রন্থ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে শক্তিশালী বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ এ রূপদান বিষয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ২৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের সুপারিশমালা বিবেচনার জন্য ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায়ও বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৩-২০১১ তারিখের সবিম/শাঃ৪/জাগ্র-২০/৯৪/১১৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন বলে জাতীয় গ্রন্থনীতিকে যুগোপযোগী করে সংশোধন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও ডেইলী সান পত্রিকার সম্পাদক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনকে আহ্বায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটা কমিটি গঠন করা হয়(সংযোজনী-১)। গঠিত কমিটির ০৪-০৪-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় কমিটির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও কাজের সুবিধার্থে বিশিষ্ট প্রকাশক, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব ও প্রাবন্ধিক জনাব মফিদুল হক-কে কমিটিতে সংযোজন করে নেয়া হয়। কমিটির ২০-০৪-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় সংশোধিত জাতীয় গ্রন্থনীতির খসড়া প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয় :

ক.	জনাব মফিদুল হক	-	আহ্বায়ক
খ.	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ	-	সদস্য
গ.	জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান	-	সদস্য
ঘ.	কাজী আবদুল মাজেদ	-	সদস্য
ঙ.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	-	সদস্য-সচিব

মূল কমিটি ও উপ-কমিটি বেশ কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত সংশোধিত জাতীয় গ্রন্থনীতি-২০১১ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেছে। প্রস্তাবিত এ নীতিমালায় গ্রন্থ ও জাতীয় গ্রন্থনীতির সংজ্ঞা, জাতীয় গ্রন্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ১৬ (ষোল)টি ক্ষেত্র এবং মোট ২৯ (উনত্রিশ)টি নীতি নির্ধারণ এবং প্রতিটি নীতির উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকৌশল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সুস্পষ্ট দায়িত্ব চিহ্নিতকরণসহ একটা সময়ভিত্তিক বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনাও প্রদান করা হয়েছে। এ নীতিমালা গৃহীত হলে আশা করা যায় এর বাস্তবায়ন সহজতর হবে এবং দেশে মানসম্পন্ন গ্রন্থের প্রণয়ন, প্রকাশ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে একটা পাঠক সমাজ গড়ে উঠবে। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে দেশের গ্রন্থ সেক্টর কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

CamScanner

০২. গ্রন্থ ও জাতীয় গ্রন্থনীতির সংজ্ঞা:

০২.১ এই নীতিতে গ্রন্থ বলতে নিম্নলিখিত সামগ্রীকে বোঝাবে:

ক) কাগজ অথবা সমজাতীয় উপকরণে মুদ্রিত, বিক্রয় ও বিতরণের জন্য প্রকাশিত, দুই প্রচ্ছদ বা আবরণের মধ্যে গ্রন্থিত সাময়িকী বা পুস্তিকা নয় এমন পাঠোপকরণ বা তথ্য ও জ্ঞানের সঞ্চয়;

খ) ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত তথ্য ও জ্ঞানের সঞ্চয়।

০২.২ এই নীতিতে জাতীয় গ্রন্থনীতির সংজ্ঞা :

গ্রন্থজগৎ যেসব উপাদান নিয়ে আবর্তিত হয় তাদের বিকাশে সমন্বিত প্রয়াস পরিচালনার লক্ষে প্রণীত নীতিমালাই গ্রন্থনীতি। এই নীতিমালা জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত, গৃহীত ও অনুসৃত হবে বিধায় তা বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৩. জাতীয় গ্রন্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার গ্রন্থের রচনা, প্রকাশ ও ব্যবহার সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা;

খ) দেশের আপামর জনগণের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা ও সর্বক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের বিকাশ;

গ) দেশের শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু কল্যাণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান;

ঘ) ইউনেস্কোর আহ্বান অনুযায়ী পাঠক-সমাজ গঠনের মাধ্যমে জাতীয় মূল নীতি, ধর্ম ও নৈতিকতা চর্চা, অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ও কূপমন্ডকতার বিপরীতে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সহনশীল মূল্যবোধ ও রীতিনীতি বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

০৪. ক্ষেত্রভিত্তিক নীতি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকৌশল:

ক) সাধারণ:

১. গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ডিজাইনারসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য :

ক) দেশে উন্নতমানের গ্রন্থের অভাব পুরণ করা এবং উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ করা;

খ) দেশের বিজ্ঞ ও সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গকে গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনায় আগ্রহী ও উৎসাহিত করা;

গ) প্রকাশনা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যেমন প্রচ্ছদ শিল্পী, চিত্রকর, সম্পাদক, বাঁধাইকারক, নির্ঘন্টকার প্রভৃতি পেশাজীবীদেরকেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কাজে অধিকতর দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জনে আগ্রহী ও উৎসাহিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার, অনুবাদক এবং অন্যান্য সৃজনশীল ব্যক্তি ও পেশাজীবীগণ যাতে তাঁদের প্রাপ্য রয়ালটি ও পারিশ্রমিক অনায়াসে পেতে পারেন তার জন্য কপিরাইট আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)-এর ১৯ ও ৫২ ধারার বিধান অনুযায়ী পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকে উৎসাহিত করা হবে। কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে চুক্তিতে তার সম্মানজনক মীমাংসার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া হবে;

খ) প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রন্থকার ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবীদের অবদানের স্বীকৃতি উল্লেখের বিষয়েও প্রকাশকগণকে অনুপ্রাণিত করা হবে;

CamScanner

গ) গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণে কপিরাইট আইনের ব্যবহার ও প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হবে;

ঘ) উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষে স্বীকৃতি পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এক্ষেত্রের বিশিষ্ট পেশাজীবীদের আমন্ত্রণ, দেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদলে সফরসংগী হিসেবে তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে তাঁদের শ্রমের মর্যাদা ও প্রতিভার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

খ) প্রকাশনা:

২. প্রকাশনা শিল্পের সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশক শ্রেণী গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য :

ক) মানসম্পন্ন ও কার্যকর গ্রন্থ প্রকাশনা নিশ্চিত করা এবং তার জন্য প্রকাশনার সকল পর্যায়ে উপযুক্ত পেশাদারিত্বের পরিবেশ সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটানো;

খ) প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) প্রকাশনা শিল্পের ভৌত ও অবকাঠামোগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা;

ঘ) শিক্ষিত জনশক্তিকে প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে উৎসাহিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের জন্য নিয়মিত ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য দেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশে এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে তাঁদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) প্রকাশনা শিল্পের ভৌত ও অবকাঠামোগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ) প্রকাশনা শিল্পকে অধিকতর লাভজনক করে এ ক্ষেত্রের শিক্ষিত ও প্রতিভাবান জনশক্তিকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গ্রন্থের বিক্রয় বৃদ্ধি, গ্রন্থ রপ্তানীতে সুবিধা প্রদান, সুদৃঢ় গ্রন্থ বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩. উপযুক্ত মুদ্রণসামগ্রী, বিশেষত, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী সরঞ্জাম আমদানীকে অগ্রাধিকার দান করা এবং পাশাপাশি দেশে উন্নতমানের কাগজ, কালি ও মুদ্রণ সহায়ক অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) প্রকাশনার ক্ষেত্রকে আধুনিক ও বিশ্বমানের করা।

কর্মকৌশল:

ক) দেশে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরি গ্রন্থ মুদ্রণকে বিশ্বমানের করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানী উদার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশনার স্বার্থে দেশে প্রস্তুত মুদ্রণসামগ্রী যথা কাগজ, বোর্ড, কালি ইত্যাদির মান উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে দেশে উন্নতমানের মুদ্রণসামগ্রী প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেগুলো দেশীয় প্রকাশনা শিল্পে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৪. গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণীকরণ নম্বর (Classification Number) ব্যবহার উৎসাহিত করা।

উদ্দেশ্য :
ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রন্থের বাণিজ্য ও বাজারজাতকরণের সুবিধার উন্নয়ন;
খ) গ্রন্থাগারসমূহে গ্রন্থের সুষম বিন্যাস ও ক্যাটালগ প্রণয়নে সুবিধা সৃষ্টি।

কর্মকৌশল:
ক) প্রকাশকদের নিয়ে সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণী নম্বর (Classification Number) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও উপায় সম্পর্কে সচেতন করা হবে;
খ) সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর ও শ্রেণীকরণ নম্বর সংবলিত গ্রন্থকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৫. শিশু কিশোরদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ও গঠনমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে উন্নতমানের কাগজে আকর্ষণীয় সৌষ্ঠবে পাঠ্য, শিক্ষা সহায়ক, সৃজনশীল ও অন্যান্য ধরনের গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা উৎসাহিত করা।

উদ্দেশ্য :
ক) শিশু কিশোরদের মধ্যে পাঠ্য ও সৃজনশীল গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা;
খ) তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, উচ্চাকাঙ্খা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখা;
গ) কার্যকর পাঠাভ্যাস সৃষ্টি।

কর্মকৌশল:
ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হবে এবং বিষয়টি নিয়ে অব্যাহতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মত-বিনিময় করা হবে;
খ) পাঠ সহায়ক ও সৃজনশীল গ্রন্থের ক্ষেত্রেও এসব গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে;
গ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং শিশু সাহিত্য প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন অন্যান্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকেও অনুরূপ অনুরোধ জানানো হবে;

৬. সকল ধরনের পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ দান করা এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহী করা।

উদ্দেশ্য :
ক) মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সমাজের সকল-শ্রেণী ও পেশার মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণ ও তাঁদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা;
খ) সমাজে সৃজনশীলতার বিকাশ ও নতুন নতুন লেখক সৃষ্টির অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ।

কর্মকৌশল:
ক) পাঠকরুচি ও প্রয়োজন জরিপ করে সকল-শ্রেণী পেশার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হবে;
খ) প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

CamScanner

৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ, আকরগ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, রিডিং সিরিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্পূরক পাঠগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ করা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;

খ) উচ্চ শিক্ষাস্তরে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা দূর করা।

কর্মকৌশল:

ক) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের চাহিদা যাচাই করে দেশের শিক্ষাবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গকে মাতৃভাষায় এসব ক্ষেত্রের গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করা হবে এবং এসব গ্রন্থ প্রকাশে বাংলা একাডেমির চলমান কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে;

খ) বাংলা একাডেমি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদের কর্মসূচি জোরদার করা হবে;

গ) বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশে বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সম্ভাব্য সকল উপায়ে উৎসাহিত করা হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

৮. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্য : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

ক) দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ।

কর্মকৌশল:

ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং তার আলোকে সকল স্তরের শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও পাঠোপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;

খ) প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষা ও পাঠোপকরণ তৈরিতে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ ও উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হবে;

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারসহ দেশের গণগ্রন্থাগারসমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ এবং ব্রেইলগ্রন্থ ও শ্রবণসামগ্রীর সংগ্রহসহ পৃথক শাখা সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঘ) অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণসাক্ষরতার প্রসার ও নব্যসাক্ষরদের পাঠভ্যাস বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) রূপকল্প ২০১১ ও জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলার কর্মসূচিকে সফল করতে কার্যকর ভূমিকা রাখা;

খ) দেশব্যাপী নব্যসাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতার পরিচর্যা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন।

CamScanner

কর্মকৌশল:

ক) সরকারের বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে উপযুক্ত পাঠসামগ্রী প্রণয়ন, প্রকাশ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) নব্যসাক্ষরদের জন্য উপযুক্ত ভাষা, বিষয়বস্তু ও আকর্ষণীয় অঙ্গসৌষ্ঠবসহ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে তাদের ব্যবহারের জন্য দেশের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত গণগ্রন্থাগারে সরবরাহ করা হবে;

গ) বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও নব্যসাক্ষর কর্মসূচির সহায়ক পুস্তক প্রকাশে সরকার, এনজিও এবং প্রকাশকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১০. বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয়মূলক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মবিকাশের অনুকূল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, লালন ও পরিচর্যা;

খ) দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের আত্মবিকাশে উৎসাহ সৃষ্টি করা।

কর্মকৌশল:

ক) দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির পরিচর্যা ও উন্নয়নের লক্ষে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে এবং বেসরকারি উদ্যোগেও এক্ষেত্রে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১১. বিদেশি ক্লাসিকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশী পাঠকদের কাল-উত্তীর্ণ বিশ্বসাহিত্য পাঠের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে মননশীলতা চর্চায় সহায়তা প্রদান করা।

কর্মকৌশল:

ক) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিদেশি ক্লাসিকস-জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১২. বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসহ অনেক গ্রন্থাগারে রক্ষিত অসংখ্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ এদেশের সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা।

কর্মকৌশল:

ক) গবেষক নিয়োগ করে এসব পাণ্ডুলিপি বাছাই ও সম্পাদনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

খ) সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির ডিজিটাল কপি ও তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

১৩. বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিদেশি ভাষায় সাধারণ পাঠ্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ বিদেশি ভাষায় অনুবাদে উৎসাহিত করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;

খ) বিদেশে বাংলাদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি করা।

CS CamScanner

কর্মকৌশল:

ক) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে এ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশকে উৎসাহিত করা হবে ;

খ) দেশে, বিদেশে এসকল গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে ;

গ) বিদেশি বইমেলায়, প্রকাশকদের অংশগ্রহণে সহায়তা দান ও দেশের বাইরে বিশেষ বইমেলার আয়োজনকরা হবে।

১৪. গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা এবং এসব ক্ষেত্রে উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাতে সহজ শর্তে স্বল্পহারের সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য :

ক) দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সম্প্রসারণ:

খ) সুস্থ রুচিশীল ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ ও অব্যাহত রাখা হবে;

খ) বেসরকারি খাতে প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে;

গ) প্রকাশকদের দপ্তর ও গুদাম নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সহায়তা দান করা হবে।

১৫. সর্বসাধারণের নৈতিকতা বিরোধী, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) সমাজে অশ্লীলতা, কুরুচি ও অপসংস্কৃতির চর্চা রোধ;

খ) জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জোরদার করা।

কর্মকৌশল:

ক) এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান কঠোরভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ) ই-বুকস ও ডিজিটাল বুকস :

১৬. কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি ই-বুকস, অডিও বুক অনলাইন সংস্করণ ও ডিজিটাল বুকস প্রণয়ন ও ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সকল স্তরের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, গণশিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ার শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও সহজ, জীবনমুখী, আনন্দদায়ক ও অধিকতর ফলপ্রসূ করা;

খ) দেশ, বিদেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তথ্য ও জ্ঞানের অবাধ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

গ) গৃহশিক্ষক ও কোচিং বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা;

ঘ) নতুন প্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণ করে প্রকাশনার ব্যাপ্তি ঘটানো।

কর্মকৌশল:

ক) দেশের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকদের ই-বুক প্রণয়ন, প্রকাশ ও ব্যবহারের উপর দেশে-বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এক্ষেত্রে তাঁদেরকে দক্ষ ও উৎসাহিত করা হবে;

খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় অন্যান্য স্তরের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, গণশিক্ষা, দূরশিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্যও প্রয়োজনীয় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ই-বুক আকারে প্রণয়ন এবং এ বিষয়ে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহকে ই-বুক্স্‌-এ রূপান্তর ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে সেগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে;

গ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ই-বুকস এর 'টেক্সট টু স্পিস' সংস্করণ প্রবর্তন করা হবে;

ঘ) পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ও বিদেশিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং দেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম ই-বুক আকারে প্রণয়ন / রূপান্তর এবং কপিরাইট আইনের বিধি বিধান মেনে ওয়েবসাইট, অনলাইন ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের আগ্রহী ব্যবহারকারিদের জন্য সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

ঙ) ই-বুক ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী, গ্রন্থাগারসমূহের পাঠক সমাজ এবং সাধারণ জনগণের জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান ও ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

ঘ. আমদানীঃ

১৭. বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য উন্মুক্ত নীতির অধীনে গ্রন্থের আমদানী সহজ ও সুলভ করা, অশ্লীল, রুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী কার্যকরভাবে রোধ করা, বিদেশি প্রকাশকদের থেকে অল্পমূল্যে ক্রয় করা রিমেন্ডার গ্রন্থ যাতে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করা হয় তার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং আমদানীকারকেরা যাতে যেসব দেশ থেকে গ্রন্থ আমদানী করেন, সেসব দেশে যেন বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্যঃ

ক) দেশে উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের চাহিদা পূরণ;

খ) বিশ্বব্যাপী সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যের সাথে বাংলাদেশের পাঠক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের পরিচিতি ঘটানো;

গ) জ্ঞান ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতির বাস্তবায়ন;

ঘ) নৈতিকতার বিচারে ক্ষতিকর এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী প্রতিরোধ করা;

ঙ) বিদেশি রিমেন্ডার গ্রন্থের অসৎ ব্যবসা বন্ধ করা;

চ) বিদেশে এদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা।

কর্মকৌশলঃ

ক) পাঠ ও তথ্য সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান উচ্চ শুল্কহার কমানোসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

খ) দেশের প্রচলিত আমদানী নীতির আলোকে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

গ) স্বল্প মূল্যে বিদেশি রিমেন্ডার গ্রন্থ আমদানী করে অন্যায়ভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঘ) বিদেশি গ্রন্থের আমদানীকারদের ব্যবসায়িক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশে এদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি ও গ্রন্থ রপ্তানীতে তাদেরকে সম্ভাব্য সকল প্রকারে উৎসাহিত করা হবে।

ঙ) দেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন বিদেশি গ্রন্থ এদেশে স্বল্প মূল্যে বাজারজাত করার জন্য যৌথ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হবে।

CamScanner

ঙ. রপ্তানী:

১৮. আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্তমানের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশকে উৎসাহিত করে গ্রন্থ রপ্তানীর সুযোগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য :

ক) গ্রন্থকে দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় রপ্তানী পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা;

খ) গ্রন্থ রপ্তানীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি করা।

কর্মকৌশল:

ক) বিশ্বের বিভিন্ন সম্ভাবনাপূর্ণ দেশে বাংলাদেশের বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের চাহিদা যাচাই ও বাজার সৃষ্টির জন্য পুস্তক প্রকাশক ও রপ্তানীকারকদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হবে;

খ) গ্রন্থ রপ্তানীর সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য দেশের রপ্তানী নীতিতে বইকে অগ্রাধিকার খাত (Thrust Sector) হিসেবে ঘোষণা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) বিভিন্ন দেশে গ্রন্থ রপ্তানী সহজসাধ্য করার জন্য জাতীয় পতাকাধারী উড়োজাহাজ, বাংলাদেশ রেল ও সমুদ্রগামী জাহাজ পরিবহনে বিশেষ রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাক মাশুলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে;

ঘ) বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন বিষয়ে ই-বুক প্রণয়ন ও প্রকাশ করে অন-লাইনে বিদেশে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ঙ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের বইয়ের মেলা আয়োজনসহ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী বইয়ের বাজার সৃষ্টির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের ট্রেড উইং এর সহায়তা নেয়া হবে।

চ. বিপণন:

১৯. বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ এবং দেশব্যাপী গ্রন্থ বিপণনের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য :

ক) গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণে গ্রন্থকার, প্রকাশক, ক্রেতা এবং পাঠক—এদের কেউই যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার ব্যবস্থা করা;

খ) দেশব্যাপী গ্রন্থের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থের মূল্য অযৌক্তিকভাবে এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে অধিক বা কম হিসেবে নির্ধারণ না করে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রকাশকদের সচেতন করা হবে;

খ) সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে নির্ধারিত অধিক মূল্যের গ্রন্থ ক্রয়কে নিরুৎসাহিত করা হবে;

গ) দেশব্যাপী প্রচলিত ব্যবসায়িক রীতি নীতির ভিত্তিতে একটা কার্যকর ও গতিশীল গ্রন্থ বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য পুস্তক বিক্রেতাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

ঘ) দেশের বড় বড় নগরীর পাশাপাশি ছোট শহর এবং গ্রামীণ এলাকাসমূহেও বইয়ের দোকান গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য এক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হবে;

CamScanner

৬) প্রকাশক ও গ্রন্থ বিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা, যথাযথ কমিশন প্রদান, অবিক্রিত গ্রন্থের প্রতি প্রকাশকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, বিক্রিত ও অবিক্রিত গ্রন্থের হিসাবে স্বচ্ছতা রক্ষা, মুদ্রিত মূল্যে বই বিক্রি, প্রকাশক কর্তৃক নিয়মিত ক্যাটালগ ও প্রচারপত্র বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যবসাকে অধিকতর লাভজনক করার জন্য প্রকাশক ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকে সচেতন করা হবে;

চ) দেশে গ্রন্থের প্রচার, প্রসার ও বিক্রি বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থ সংক্রান্ত ক্যাটালগ ও প্রচার পত্র প্রেরণে সড়ক, রেলপথ, নৌ-পরিবহন ও বিমানের অভ্যন্তরীণ রুটে রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাকমাশুলের ব্যবস্থা করা হবে।

ছ. গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনী:

২০. ঢাকায় মাসব্যাপী একুশে বইমেলার আয়োজনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা আয়োজনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ও বিশেষ গ্রন্থমেলা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা এবং শিশুতোষ গ্রন্থের পৃথক মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে বিশ্বমানে উন্নীত করা;

খ) বিশ্ব জ্ঞান ভান্ডারের সঙ্গে বাংলাদেশের লেখক, পাঠক, গবেষক, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ও কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করা;

গ) দেশব্যাপী গ্রন্থের প্রচার প্রসার ও বিক্রয় উন্নয়ন;

ঘ) জনগণের মধ্যে গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন;

ঙ) শিশু-কিশোর পাঠকদের গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করা।

কর্মকৌশল:

ক) বাংলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় মাসব্যাপী একুশে বই মেলার আয়োজনকে আরও কার্যকর করার জন্য স্থান সংকট দূর করা, স্থায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হবে;

খ) ঢাকায় প্রতি এক বছর অন্তর আন্তর্জাতিক বই মেলার আয়োজন করা হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও সময়সূচী নির্ধারণ করে, দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা, বইমেলার আন্তর্জাতিক পঞ্জিকায় মেলাটিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের মেলায় অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করা ও তাদের গ্রন্থ আনা, বিক্রয় ও অবিক্রিত গ্রন্থ ফেরত নেয়ার বিষয়গুলিকে সহজ করাসহ মেলা আয়োজন ও সফল করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

গ) একুশে বইমেলা ও আন্তর্জাতিক বই মেলা ছাড়াও ঢাকায় বিভিন্ন ঋতু, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উলে-খ্যযোগ্য ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ গ্রন্থ মেলার আয়োজন করা হবে;

ঘ) গ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পেশাদার সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলার সমান্তরালভাবে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত ভিত্তিতে গ্রন্থমেলার এবং মেলার সময় গ্রন্থভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হবে;

ঙ) আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুতোষ গ্রন্থের বিশেষ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে;

চ) দেশের শহরতলী এলাকাসমূহ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

জ. উপাত্ত ভান্ডার:

২১. গ্রন্থজগতের বিভিন্ন অংশে যেমন লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত ভান্ডার গড়ে তোলা এবং দেশে ও বিদেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কী কী ধরনের গ্রন্থের চাহিদা আছে সে সম্পর্কে প্রকাশকদের অবহিত করা।

CamScanner

উদ্দেশ্য:

ক) গ্রন্থ জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুসমন্বয় রক্ষা করা;

খ) দেশে বিদেশে গ্রন্থের চাহিদা ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে সহায়তা দান;

গ) এ ক্ষেত্রের গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

কর্মকৌশল:

ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ'-এ (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র) আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগসহ একটা পৃথক সেল গঠন করে সেখানে গ্রন্থ জগৎ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং লেখক, প্রকাশক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে;

খ) দেশে-বিদেশে গ্রন্থের চাহিদা জরিপ করে তার ফলাফল লেখক ও প্রকাশকদের জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) বার্ষিক 'বুকস ইন প্রিন্ট' প্রকাশ করা হবে।

ঋ. উৎসাহ দান:

২২. সৃজনশীল রচনা বাবদ লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ও শিল্পীর আয়ের যুক্তিসংগত পরিমাণকে আয়করমুক্ত রাখার সুপারিশ করা এবং উপযুক্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা।

উদ্দেশ্য :

ক) সৃজনশীল সাহিত্যকর্মকে উৎসাহিত করা;

খ) শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশ সাধন;

গ) সাহিত্য চর্চাকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে গ্রহণে সাহিত্যসেবীদের উৎসাহিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রস্তাবিত আয়কর রেয়াতের বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি করে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে;

খ) উৎসাহ পুরস্কার প্রদানের বিষয়েও একটা উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ. গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ:

২৩. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে ইউনেস্কোর প্রস্তাবের আলোকে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে একটা উপযোগী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা;

খ) জাতীয় গ্রন্থনীতির বাস্তবায়ন, ভবিষ্যতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে গ্রন্থের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা ও দেশব্যাপী রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) গ্রন্থ উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউনেস্কোসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করে গ্রন্থ উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

CS CamScanner

কর্মকৌশল:

ক) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন-১৯৯৫ সংশোধন করে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন ও দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার উপযোগী একটা শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে।

ট. গ্রন্থাগার উন্নয়ন:

২৬. গ্রন্থ উন্নয়নের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি, শিক্ষানীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ইত্যাদির আলোকে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা;

খ) গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;

গ) আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষায় সহায়তার পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের জন্য জীবনব্যাপী স্বশিক্ষার কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা;

ঘ) শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সমাজের সকল মানুষের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ;

ঙ) সারা দেশে রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলা;

চ) সমাজে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও অপসংস্কৃতির বিপরীতে বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার;

ছ) মানুষকে সাধারণ বিষয়সমূহ, যেমন-স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টিজ্ঞান, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, মাদকের কুফল, মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, সুনাগরিক গুণাবলী, স্ব-কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা;

জ) সকল শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তি ও প্রতষ্ঠানকে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের যোগান দিয়ে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

কর্মকৌশল:

ক) বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে তার আওতায় গ্রন্থাগারটির কর্মপরিধি, জনবল কাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবা সুবিধার উন্নয়ন করে প্রতিষ্ঠানটিকে দেশে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে Centre of excellence-এ পরিণত করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) ইউনেস্কোর 'পাবলিক লাইব্রেরি মেনিফেস্টোর' আহ্বান অনুযায়ী দেশের গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যও একটা পৃথক ও উপযুক্ত আইন প্রবর্তন করে তার আওতায় দেশে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত একটা সমন্বিত এবং উন্নততর গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সর্বস্তরেরগণগ্রন্থাগারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠ্যসামগ্রী দ্বারা গ্রন্থাগারগুলোকে সমৃদ্ধ করা হবে, যাতে দেশের ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক গণগ্রন্থাগর সেবা পেতে পারেন;

গ) শিক্ষানীতির প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ তৈরী, জনবল সৃষ্টি এবং যোগ্য ও উপযুক্ত পেশাজীবীদের দ্বারা পূরণ, পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠসামগ্রী ও সহায়ক গ্রন্থের সংগ্রহ রাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ঘ) দেশের সকল নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান, যেমন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও শিল্প কলকারখানায় কার্যকর গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রাপ্তি ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা এবং মননশীলতা চর্চা ও গ্রন্থপাঠে বিনোদন লাভের সুযোগ পান;

CamScanner

ঙ) গ্রন্থাগার স্থাপন বা গ্রন্থাগারে সহায়তা প্রদানকে দাতব্য বিষয় হিসেবে গণ্য করে তার জন্য আয়কর রেয়াতের সুপারিশ করা হবে;

চ) গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করা এবং উন্নতমানের গ্রন্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ছ) সুপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে;

জ) গ্রন্থাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং গতানুগতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পাশাপাশি ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে;

ঝ) সামাজিক উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে ঐতিহ্য এদেশে ছিল সে ধারার পুনঃপ্রবর্তনে সারা দেশে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে;

ঞ) গ্রন্থাগারকে সমাজের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এ সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীগণ যাতে করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার ক্ষেত্রে সরকার থেকে প্রদত্ত এম.পি.ও সুবিধার মত কোন সুবিধা পেতে পারেন তার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

ট) মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন গ্রন্থাগারে যাতে ধর্মীয় গ্রন্থ ছাড়াও জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পর্কিত বইপত্র সংগৃহীত ও ব্যবহার হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঠ) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে বাংলাদেশ বিষয়ক গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ই. পাঠাভ্যাস উন্নয়ন:

২৫. দেশব্যাপী পাঠাভ্যাস উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে 'রিডিং সোসাইটি' গঠন ও মননশীলতা চর্চার সুযোগ সম্প্রসারণ করা;

খ) তথ্য ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ জাতি গঠন।

কর্মকৌশল:

ক) শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ বিষয়ে কর্মরত সবকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;

খ) সরকারের উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে দেশের সরকারি-বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে সম্পৃক্ত ও কার্যকর করে এবং উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পাঠোপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করে নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) দেশব্যাপী গ্রন্থমেলা ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলার আয়োজন এবং এ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে গ্রন্থপাঠে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হবে;

ঘ) দেশের গণমাধ্যমসমূহে পাঠাভ্যাস উন্নয়নমূলক ফিচার/অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ঙ) স্থানীয় প্রশাসন, সিভিল সোসাইটি এবং গণমাধ্যমসমূহের সহযোগিতায় দেশের প্রতিটি স্বচ্ছল পরিবারে গৃহ-গ্রন্থাগার বা পারিবারিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যদের পাঠাভ্যাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হবে;

চ) সারা দেশে বুক ক্লাব গঠন করে তার মাধ্যমে পাঠাভ্যাসে উৎসাহ যোগানো ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে 'প্রিয়জনকে বই উপহার দিন' শ্লোগান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রচার প্রচারণা ও জনগণকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

CamScanner

ছ. তালিকাগ্রন্থ:

২৬. নিয়মিতভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালগ ইত্যাদির প্রকাশ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার;
খ) দেশে-বিদেশে গ্রন্থ বিপণনে সহায়তা প্রদান;
গ) গ্রন্থের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা, গবেষক, গ্রন্থাগারিক, পাঠক, লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থ ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদান করা।

কর্মকৌশল:

ক) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক জাতীয়গ্রন্থপঞ্জির সময়মত ও নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে;
খ) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির পাশাপাশি গ্রন্থের তথ্য সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা যেমন বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালাগ, গ্রন্থপঞ্জির গ্রন্থপঞ্জি, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদির প্রকাশনায় উৎসাহ যোগানো হবে এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিসহ এসকল প্রকাশনা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জ. রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিট:

২৭. কপিরাইট আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)- পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় লিগ্যাল ডিপোজিট হিসেবে দুই কপি করে গ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়া এবং 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩'- সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা দেয়ার ব্যবস্থা রহিত করা।

উদ্দেশ্য:

ক) বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল গ্রন্থের এক কপি করে স্থায়ীভাবে জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা এবং এক কপি বই পাঠক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে রাখা;
খ) প্রকাশিত গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার এবং জাতীয় ভিত্তিতে গ্রন্থতথ্য ও প্রকাশনার পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
গ) গ্রন্থের বিপণন উন্নয়ন।

কর্মকৌশল:

ক) কপিরাইট আইন পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় দেশের সকল প্রকাশনার দুই কপি করে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়ার বিধান করা এবং এই লিগ্যাল ডিপোজিটের বই যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
খ) 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট ১৯৭৩' সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা নেয়ার বিধান রহিত করার জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।

ঝ. কপিরাইট:

২৮. গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে কপিরাইট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

ক) প্রকাশনা শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ করা;
খ) গ্রন্থ-তাস্কর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাস্কর্য রোধ করা।

CamScanner

কর্মকৌশলঃ

ক) সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন এবং গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে কপিরাইট আইন সম্পর্কে লেখক, প্রকাশকসহ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সচেতন করা এবং এ আইনের আশ্রয়লাভ ও বিধানাবলী মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হবে;

খ) কপিরাইট অফিসের অবকাঠামোগত সুবিধা এবং জনবল কাঠামোর উন্নয়ন করে কপিরাইট আইন বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করা হবে;

গ) অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ থেকেও কপিরাইট আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়ান কপিরাইট অফিসকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে;

ঘ) দেশি-বিদেশি বইয়ের পাইরেসি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঙ) কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯(২০১১ সালে সংশোধিত)-এর বিধানাবলী কার্যকর করে পাইরেটেড বই আমদানি-রপ্তানী রহিত করা হবে।

ত. পেশাদার সংগঠনঃ

২৯. প্রকাশনা শিল্পের সর্বস্তরে পেশাদারিত্বের প্রতিফলন ঘটানো।

উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকাশনা শিল্পের উৎকর্ষ সাধন এবং এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ।

কর্মকৌশলঃ

ক) প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, গ্রন্থবিক্রেতা, গ্রন্থ আমদানী ও রপ্তানিকারক, গ্রন্থক্রেতা তথা পাঠক, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সকল পক্ষকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে পেশাদার সংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এবং তার মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পেশাজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানসহ উৎসাহিত করা হবে।

৫. বাস্তবায়ন :

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব থাকবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রস্তাবিত বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ(বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এর উপর। এ বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ(বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এ ক্ষেত্রে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। তবে নীতি ২৩ এর প্রস্তাব অনুযায়ী বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে দেশে গ্রন্থ উন্নয়ন ও জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে **"জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন সেল"** নামে একটা সেল গঠন করা যেতে পারে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের ২/৩জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে খন্ডকালীন/পূর্ণকালীন ভিত্তিতে পরামর্শক, সহযোগী পরামর্শক ও সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাঁদের সাথে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক বা একাধিক কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা (প্রয়োজনে) ও সহায়ক জনবল সংযুক্ত করে এবং প্রয়োজনীয় বাস্তব সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রস্তাবিত এ সেল গঠিত হতে পারে। নীতি ২৩ পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এ সেল বহাল থাকবে এবং জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে যাবে। জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের স্বার্থে অবিলম্বে এই সেল গঠন, পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা বিশেষ জরুরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হওয়া দরকার।

নীতিমালা বাস্তবায়নে একটা বিস্তারিত কর্মকৌশল অনুসরণ করা হবে।

CS CamScanner

৬. কর্মকৌশল:

জাতীয় গ্রন্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ভিত্তিক ২৯টি নীতি এবং সেগুলোর বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য ৮৭টি কর্মকৌশল বা করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকৌশল বা করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ এবং একটা সময় ভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি কর্মকৌশল বা করণীয় বিষয় এর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদীয় বাস্তবায়নকাল দেখানো হয়েছে। স্বল্প মেয়াদ বলতে ১৮ মাস বা তার কম সময়, মধ্য মেয়াদ বলতে ১৮ মাসের অধিক কিন্তু ৫ বছরের কম এবং দীর্ঘ মেয়াদ বলতে ৫ বছর থেকে অনধিক ১০ বছর সময়কে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন কর্মকৌশল বা করণীয় স্বল্প বা মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়ে যাবে, আবার কোন কোন কর্মকৌশলের বাস্তবায়ন স্বল্প মেয়াদে শুরু হয়ে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদেও চলতে থাকবে। সারণীতে বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে মনিটর করবে। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এ বিষয়ে সমন্বয় ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

CamScanner

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা

ক্ষেত্র : ক) সাধারণঃ

নীতি-১: গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ডিজাইনারসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার, অনুবাদক এবং অন্যান্য সৃজনশীল ব্যক্তি ও পেশাজীবীগণ যাতে তাঁদের প্রাপ্য রয়ালটি ও পারিশ্রমিক অনায়াসে পেতে পারেন তার জন্য কপিরাইট আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)-এর ১৯ ও ৫২ ধারার বিধান অনুযায়ী পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকে উৎসাহিত করা হবে। কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে চুক্তিতে তার সম্মানজনক মীমাংসার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া হবে;	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; খ) কপিরাইট অফিস ; গ) সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ ; ঘ) সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	√	√	√	
খ	প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রন্থকার ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবীদের অবদানের স্বীকৃতি উল্লেখের বিষয়েও প্রকাশকগণকে অনুপ্রাণিত করা হবে;	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; খ) সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ ।	√	√	√	
গ	গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণে কপিরাইট আইনের ব্যবহার ও প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হবে;	কপিরাইট অফিস	√	√	√	
ঘ	উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষে স্বীকৃতি পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এক্ষেত্রের বিশিষ্ট পেশাজীবীদের আমন্ত্রণ; দেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদলে সফরসংগী হিসেবে তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে তাঁদের শ্রমের মর্যাদা ও প্রতিভার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে।	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ।		√	√	

৫

ক্ষেত্র-খ) প্রকাশনা:

নীতি-২: প্রকাশনা শিল্পের সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশক শ্রেণী গড়ে তোলা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের জন্য নিয়মিত ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
খ	প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য দেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশে এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে তাঁদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
গ	প্রকাশনা শিল্পের ভৌত ও অবকাঠামোগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।	ক) অর্থ বিভাগ ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঘ	প্রকাশনা শিল্পকে অধিকতর লাভজনক করে এ ক্ষেত্রের প্রতি শিক্ষিত ও প্রতিভাবান জনশক্তিকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গ্রন্থের বিক্রয় বৃদ্ধি, গ্রন্থ রপ্তানীতে সুবিধা প্রদান, সুদৃঢ় গ্রন্থ বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

নীতি-৩: উপযুক্ত মুদ্রণসামগ্রী বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী সরঞ্জাম আমদানীকে অগ্রাধিকার দান করা এবং পাশাপাশি দেশে উন্নতমানের কাগজ, কালি ও মুদ্রণ সহায়ক অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	দেশে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরি গ্রন্থ মুদ্রণকে বিশ্বমানের করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানী উদার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ; খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ।		√	√	
খ	উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশনার স্বার্থে দেশে প্রস্তুত মুদ্রণসামগ্রী যথা কাগজ, বোর্ড, কালি ইত্যাদির মান উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে দেশে উন্নতমানের মুদ্রণসামগ্রী প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেগুলো দেশীয় প্রকাশনা শিল্পে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।	(ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) (খ)বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ।		√	√	

CamScanner

নীতি-৪: গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণীকরণ নম্বর (Classification Number) ব্যবহার উৎসাহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রকাশকদের নিয়ে সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণী নম্বর (Classification Number) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও উপায় সম্পর্কে সচেতন করা হবে;	ক) আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
খ	সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর ও শ্রেণীকরণ নম্বর সংবলিত গ্রন্থকে প্রাধান্য দেয়া হবে।	সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	√	√	√	

নীতি-৫: শিশু কিশোরদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ও গঠনমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে উন্নতমানের কাগজে আকর্ষণীয় সৌষ্ঠবে পাঠ্য শিক্ষা সহায়ক, সৃজনশীল ও অন্যান্য ধরনের গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা উৎসাহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হবে এবং বিষয়টি নিয়ে অব্যাহতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মত বিনিময় করা হবে;	ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা বোর্ড ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
খ	পাঠ সহায়ক ও সৃজনশীল গ্রন্থের ক্ষেত্রেও এসব গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
গ	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং শিশু সাহিত্য প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন অন্যান্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকেও অনুরূপ অনুরোধ জানানো হবে;	ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	

নীতি-৬: সকল ধরনের পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহদান করা এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহী করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	পাঠকরুচি ও প্রয়োজন জরিপ করে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

CamScanner

খ	প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।	বাংলা একাডেমী	√	√	√	

নীতি-৭: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ, আকরগ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, রিডিং সিরিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্পূরক পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ করা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের চাহিদা যাচাই করে দেশের শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে মাতৃভাষায় এসব ক্ষেত্রের গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করা হবে এবং এসব গ্রন্থ প্রকাশে বাংলা একাডেমীর চলমান কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে;	বাংলা একাডেমী	√	√	√	
খ	বাংলা একাডেমী থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদের কর্মসূচি জোরদার করা হবে;	বাংলা একাডেমী	√	√	√	
গ	বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশে বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সম্ভাব্য সকল উপায়ে উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	

নীতি-৮: প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং তার আলোকে সকল স্তরের শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও পাঠোপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;	ক) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; গ) এক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	
খ	প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষা ও পাঠোপকরণ তৈরীতে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ ও উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হবে;	ক) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; গ) এক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	

গ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারসহ দেশের গণগ্রন্থাগারসমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ এবং ব্রেইলগ্রন্থ ও শ্রবণসামগ্রীর সংগ্রহসহ পৃথক শাখা সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হবে।	ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ; খ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; গ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ঘ) এক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	
ঘ	দেশের অস্টিটিক শিশুদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (খ) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়		√	√	

নীতি-৯: নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণসাক্ষরতার প্রসার ও নব্যসাক্ষরদের পাঠভ্যাস বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সরকারের বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে উপযুক্ত পাঠসামগ্রী প্রণয়ন, প্রকাশ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	√	√		
খ	নব্যসাক্ষরদের জন্য উপযুক্ত ভাষা, বিষয়বস্তু ও আকর্ষণীয় অঙ্গসৌষ্ঠবসহ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে তাদের ব্যবহারের জন্য দেশের গ্রামপর্যায় পর্যন্ত গণগ্রন্থাগারে সরবরাহ করা হবে।	ক) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; গ) সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ।	√	√	√	
গ	বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও নব্যসাক্ষর কর্মসূচির সহায়ক পুস্তক প্রকাশে সরকার, এনজিও এবং প্রকাশকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র); খ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; গ)সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	

নীতি-১০: বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয়মূলক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মবিকাশের অনুকূল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির পরিচর্যা ও উন্নয়নের লক্ষে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে এবং বেসরকারি উদ্যোগেও এক্ষেত্রে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে।	ক) ক্ষুদ্র জাতি সত্তাসমূহের জন্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্থাসমূহ; খ) বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ।	√	√	√	

CamScanner

নীতি-১১: বিদেশি ক্লাসিকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিদেশি ক্লাসিকস-জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ	√	√	√	

নীতি-১২: বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গবেষক নিয়োগ করে এসব পাণ্ডুলিপি বাছাই ও সম্পাদনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√		
খ	সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির ডিজিটাল কপি ও তালিকা প্রণয়ন করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

নীতি-১৩: বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিদেশি ভাষায় সাধারণ পাঠ্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ বিদেশি ভাষায় অনুবাদে উৎসাহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে এ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশকে উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	দেশে, বিদেশে এসকল গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
গ	বিদেশি বইমেলায়, প্রকাশকদের অংশগ্রহণে সহায়তা দান ও দেশের বাইরে বিশেষ বইমেলার আয়োজনকরা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√	√	

নীতি-১৪: গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা এবং এসব ক্ষেত্রে উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাতে সহজ শর্তে স্বল্পহারের সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ ও অব্যাহত রাখা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	বেসরকারি খাতে প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।	ক) অর্থ বিভাগ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	

CamScanner

গ	প্রকাশকদের দপ্তর ও গুদাম নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সহায়তা দান করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

নীতি-১৫: সর্বসাধারণের নৈতিকতা বিরোধী অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান কঠোরভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	√	√	√	

ক্ষেত্র-গ) ই-বুকস ও ডিজিটাল বুকস :

নীতি-১৬: কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি ই-বুকস, অনলাইন সংস্করণ ও ডিজিটাল বুকস প্রণয়ন ও ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	দেশের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকদের ই-বুক প্রণয়ন, প্রকাশ ও ব্যবহারের উপর দেশে বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এক্ষেত্রে তাঁদেরকে দক্ষ ও উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় অন্যান্য স্তরের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, গণশিক্ষা, দূরশিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্যও প্রয়োজনীয় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ই-বুক আকারে প্রণয়ন এবং এ বিষয়ে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহকে ই-বুক্স্-এ রূপান্তর ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে সেগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে;	ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ; খ) বাংলা একাডেমী ; গ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ঘ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
গ	দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ই-বুকস এর 'টেক্সট টু স্পিস' সংস্করণ প্রবর্তন করা হবে;	ক) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঘ	পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ও বিদেশিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং দেশের উলেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; খ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।		√	√	

CamScanner

	ই-বুক আকারে প্রণয়ন/রূপান্তর এবং কপিরাইট আইনের বিধি-বিধান মেনে ওয়েবসাইট, অনলাইন ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের আগ্রহী ব্যবহারকারিদের জন্য সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;					
ঙ	ই-বুক ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী, গ্রন্থাগারসমূহের পাঠক সমাজ এবং সাধারণ জনগণের জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান ও ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

ক্ষেত্র-ঘ. আমদানী:

নীতি-১৭: বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য উন্মুক্ত নীতির অধীনে গ্রন্থের আমদানী সহজ ও সুলভ করা, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী কার্যকরভাবে রোধ করা, বিদেশি প্রকাশকদের থেকে অল্পমূল্যে ক্রয় করা রিমেন্ডার গ্রন্থ যাতে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করা হয় তার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং আমদানীকারকেরা যাতে যেসব দেশ থেকে গ্রন্থ আমদানী করেন, সেসব দেশে যেন বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	পাঠ ও তথ্য সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান উচ্চশুল্কহার কমানোসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ; খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ; গ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
খ	দেশের প্রচলিত আমদানী নীতির আলোকে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	√	√	√	
গ	স্বল্প মূল্যে বিদেশি রিমেন্ডার গ্রন্থ আমদানী করে অন্যায়ভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
ঘ	বিদেশি গ্রন্থের আমদানীকারদের ব্যবসায়িক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশে এ দেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি ও গ্রন্থ রপ্তানীতে তাদেরকে সম্ভাব্য সকল প্রকারে উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
ঙ	দেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন বিদেশি গ্রন্থ এ দেশে স্বল্প মূল্যে বাজারজাত করার জন্য যৌথ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

CamScanner

রক নম্বর: ৪৩

ক্ষেত্র-ঙ. রপ্তানী:

নীতি-১৮: আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্তমানের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশকে উৎসাহিত করে গ্রন্থ রপ্তানীর সুযোগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	বিশ্বের বিভিন্ন সম্ভাবনাপূর্ণ দেশে বাংলাদেশের বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের চাহিদা যাচাই ও বাজার সৃষ্টির জন্য পুস্তক প্রকাশক ও রপ্তানীকারকদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হবে;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√	√	
খ	গ্রন্থ রপ্তানীর সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য দেশের রপ্তানী নীতিতে বইকে অগ্রাধিকার খাত (Thrust Sector) হিসেবে ঘোষণা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়		√	√	
গ	বিভিন্ন দেশে গ্রন্থ রপ্তানী সহজসাধ্য করার জন্য জাতীয় পতাকাধারী জাহাজ ও বিমানে বিশেষ রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাক মাশুলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে;	১। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়; ২। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; ৩। ডাক বিভাগ।		√	√	
ঘ	বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন বিষয়ে ই-বুক প্রণয়ন ও প্রকাশ করে অন-লাইনে বিদেশে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঙ	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের বইয়ের মেলা আয়োজনসহ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বইয়ের বাজার সৃষ্টির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের ট্রেড উইং-এর সহায়তা নেয়া হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

CamScanner

ক্ষেত্র-চ. বিপণনঃ

নীতি-১৯: বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ এবং দেশব্যাপী গ্রন্থ বিপণনের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থের মূল্য অযৌক্তিকভাবে এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে অধিক বা কম হিসেবে নির্ধারণ না করে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রকাশকদের সচেতন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে নির্ধারিত অধিক মূল্যের গ্রন্থ ক্রয়কে নিরুৎসাহিত করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়		√	√	
গ	দেশব্যাপী প্রচলিত ব্যবসায়িক রীতি নীতির ভিত্তিতে একটা কার্যকর ও গতিশীল গ্রন্থ বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য পুস্তক বিক্রেতাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঘ	দেশের বড় বড় নগরীর পাশাপাশি ছোট শহর এবং গ্রামীণ এলাকাসমূহেও বইয়ের দোকান গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য এক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঙ	প্রকাশক ও গ্রন্থ বিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা, যথাযথ কমিশন প্রদান, অবিক্রিত গ্রন্থের প্রতি প্রকাশকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, বিক্রিত ও অবিক্রিত গ্রন্থের হিসাবে স্বচ্ছতা রক্ষা, মুদ্রিত মূল্যে বই বিক্রি, প্রকাশক কর্তৃক নিয়মিত ক্যাটালগ ও প্রচারপত্র বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যবসাকে অধিকতর লাভজনক করার জন্য প্রকাশক ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকে সচেতন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
চ	দেশে গ্রন্থের প্রচার, প্রসার ও বিক্রি বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থ সংক্রান্ত ক্যাটালগ ও প্রচার পত্র বিতরণে রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাকমাশুলের ব্যবস্থা করা হবে।	ক) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়; খ) নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়; গ) ডাক বিভাগ; ঘ) রেল মন্ত্রণালয়;		√	√	

ক্ষেত্র-ছ. গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনী:

নীতি-২০: মাসব্যাপী একুশে বইমেলার আয়োজনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা আয়োজনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ও বিশেষ গ্রন্থমেলা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা এবং শিশুতোষ গ্রন্থের পৃথক মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	মাসব্যাপী একুশে বই মেলার আয়োজনকে আরও কার্যকর করার জন্য স্থান সংকট দূর করা, স্থায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হবে;	ক)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) বাংলা একাডেমী।		√	√	
খ	ঢাকায় প্রতি এক বছর অন্তর আন্তর্জাতিক বই মেলার আয়োজন করা হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও সময়সূচী নির্ধারণ করে, দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা, বইমেলার আন্তর্জাতিক পঞ্জিকায় মেলাটিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের মেলায় অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করা ও তাদের গ্রন্থ আনা, বিক্রয় ও অবিক্রিত গ্রন্থ ফেরত নেয়ার বিষয়গুলিকে সহজ করাসহ মেলা আয়োজন ও সফল করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
গ	একুশে বইমেলা ও আন্তর্জাতিক বই মেলা ছাড়াও ঢাকায় বিভিন্ন ঋতু, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হবে;	ক)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঘ	গ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পেশাদার সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলার সমান্তরালভাবে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত ভিত্তিতে গ্রন্থমেলার এবং মেলার সময় গ্রন্থভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঙ	আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুতোষ গ্রন্থের বিশেষ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

চ	দেশের শহরতলী এলাকাসমূহ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

ক্ষেত্র-জ. উপাত্ত ভান্ডারঃ

নীতি-২১: গ্রন্থজগতের বিভিন্ন অংশ যেমন লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত ভান্ডার গড়ে তোলা এবং দেশে ও বিদেশে কোন্ কোন্ বিষয়ের কী কী ধরনের গ্রন্থের চাহিদা আছে সে সম্পর্কে প্রকাশকদের অবহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ'-এ (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র) আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগসহ একটা পৃথক সেল গঠন করে সেখানে গ্রন্থ জগৎ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং লেখক, প্রকাশক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	দেশে বিদেশে গ্রন্থের চাহিদা জরিপ করে তার ফলাফল লেখক ও প্রকাশকদের জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
গ	বার্ষিক 'বুকস ইন প্রিন্ট' প্রকাশ করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

ক্ষেত্র -ঝ. উৎসাহদান:

নীতি-২২: সৃজনশীল রচনা বাবদ লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ও শিল্পীর আয়ের যুক্তিসংগত পরিমাণকে আয়করমুক্ত রাখার সুপারিশ করা এবং উপযুক্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে প্রস্তাবিত আয়কর রেয়াতের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে;	ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	উৎসাহ পুরস্কার প্রদানের বিষয়েও একটা উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√	√	

CamScanner

ক্ষেত্র-ঞ. গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ:

নীতি-২৩: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে ইউনেস্কোর প্রস্তাবের আলোকে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে একটা উপযোগী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন-১৯৯৫ সংশোধন করে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন ও দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার উপযোগী একটা শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	√			

ট. গ্রন্থাগার উন্নয়ন:

২৪. গ্রন্থ উন্নয়নের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি, শিক্ষানীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ইত্যাদির আলোকে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে তার আওতায় গ্রন্থাগারটির কর্মপরিধি, জনবল কাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবা সুবিধার উন্নয়ন করে প্রতিষ্ঠানটিকে দেশে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে Centre of excellence-এ পরিণত করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর		√		
খ	ইউনেস্কোর 'পাবলিক লাইব্রেরি মেনিফেস্টোর' আহ্বান অনুযায়ী দেশের গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যও একটা পৃথক ও উপযুক্ত আইন প্রবর্তন করে তার আওতায় দেশে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গ্রামপর্যায় পর্যন্ত একটা সমন্বিত এবং উন্নততর গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সর্বস্তরের গণগ্রন্থাগারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠ্যসামগ্রী দ্বারা গ্রন্থাগারগুলোকে সমৃদ্ধ করা হবে, যাতে করে দেশের ধর্ম, বর্ণ বয়স, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক গণগ্রন্থাগর সেবা পেতে পারেন;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর		√		

CamScanner

গ	শিক্ষানীতির প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ তৈরী, জনবল সৃষ্টি এবং যোগ্য ও উপযুক্ত পেশাজীবীদের দ্বারা পূরণ, পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠসামগ্রী ও সহায়ক গ্রন্থের সংগ্রহ রাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা নেয়া হবে;	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	√	√	√	
ঘ	দেশের সকল নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান, যেমন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও শিল্প কলকারখানায় কার্যকর গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে করে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রাপ্তি ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা এবং মননশীলতা চর্চা ও গ্রন্থপাঠে বিনোদন লাভের সুযোগ পান;	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ		√	√	
ঙ	গ্রন্থাগার স্থাপন বা গ্রন্থাগারে সহায়তা প্রদানকে দাতব্য বিষয় হিসেবে গণ্য করে তার জন্য আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড		√		
চ	গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারে সরকারি অনুদান বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা এবং উন্নতমানের গ্রন্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির সংশোধন করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) অর্থ মন্ত্রণালয়; খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	√	√		
ছ	সুপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√		
জ	গ্রন্থাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং গতানুগতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পাশাপাশি ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে;	সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সমূহ	√	√	√	
ঝ	সামাজিক উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে ঐতিহ্য এদেশে ছিল সে ধারার পুনঃপ্রবর্তনে সারা দেশে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঞ	গ্রন্থাগারকে সমাজের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এ সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীগণ যাতে করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার ক্ষেত্রে সরকার থেকে প্রদত্ত এম.পি.ও সুবিধার মত কোন সুবিধা পেতে পারেন তার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√		

CamScanner

ট	মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন গ্রন্থাগারে যাতে ধর্মীয় বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পর্কিত বইপত্র সংগৃহীত ও ব্যবহার হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√		
ঠ	বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়; গ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		√		

ক্ষেত্র-ঠ. পাঠাভ্যাস উন্নয়ন:

নীতি-২৫: দেশব্যাপী পাঠাভ্যাস উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ বিষয়ে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ'. (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	সরকারের উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে দেশের সরকারি-বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে সম্পৃক্ত ও কার্যকর করে এবং উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পাঠোপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করে নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় খ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; গ)প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
গ	দেশব্যাপী গ্রন্থমেলা ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলার আয়োজন এবং এ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে গ্রন্থ পাঠে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হবে;	ক)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
ঘ	দেশের গণমাধ্যমসমূহে পাঠাভ্যাস উন্নয়নমূলক ফিচার/অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	ক) তথ্য মন্ত্রণালয় খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
ঙ	স্থানীয় প্রশাসন, সিভিল সোসাইটি এবং গণমাধ্যমসমূহের সহযোগিতায় দেশের প্রতিটি পরিবারে গৃহ-গ্রন্থাগার বা পারিবারিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে পরিবারের সকল সদস্যকে পাঠাভ্যাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হবে;	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ গ) তথ্য মন্ত্রণালয় ঘ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

CamScanner

চ	সারা দেশে বুক ক্লাব গঠন করে তার মাধ্যমে পাঠাভ্যাসে উৎসাহ যোগানো ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ছ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে 'প্রিয়জনকে বই উপহার দিন' শ্লোগানকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রচার প্রচারণা ও জনগণকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।	(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ (খ) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়		√	√	

ক্ষেত্র-ড. তালিকাগ্রন্থ:

নীতি-২৬: নিয়মিতভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালগ ইত্যাদির প্রকাশ নিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির সময়মত ও নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে;	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	√	√	√	
খ	জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির পাশাপাশি গ্রন্থের তথ্য সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা যেমন বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালাগ, গ্রন্থপঞ্জির গ্রন্থপঞ্জি, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদির প্রকাশনায় উৎসাহ যোগানো হবে এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিসহ এসকল প্রকাশনা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	ক) আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	

ক্ষেত্র-ঢ. রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিট:

নীতি-২৭: কপিরাইট আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)- পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় লিগ্যাল ডিপোজিট হিসেবে দুই কপি করে গ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়া এবং 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩'- সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা দেয়ার ব্যবস্থা রহিত করা ।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	ক) কপিরাইট আইন পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় দেশের সকল প্রকাশনার দুই কপি করে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়ার বিধান করা এবং এই লিগ্যাল ডিপোজিটের বই যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) কপিরাইট অফিস ; গ) আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিপ্তর।	√	√	√	
খ	'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট ১৯৭৩' সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা নেয়ার বিধান রহিত করার জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√			

CS CamScanner

ক্ষেত্র-ণ. কপিরাইট:

নীতি-২৮: গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে কপিরাইট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন এবং গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে কপিরাইট আইন সম্পর্কে লেখক, প্রকাশকসহ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সচেতন করা এবং এ আইনের আশ্রয়লাভ ও বিধানাবলী মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হবে;	কপিরাইট অফিস	√	√	√	
খ	কপিরাইট অফিসের অবকাঠামোগত সুবিধা এবং জনবল কাঠামোর উন্নয়ন করে কপিরাইট আইন বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) কপিরাইট অফিস		√		
গ	অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ থেকেও কপিরাইট আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নে কপিরাইট অফিসকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	√	√	√	

ক্ষেত্র-ত. পেশাদার সংগঠন:

নীতি-২৯: প্রকাশনা শিল্পের সর্বস্তরে পেশাদারিত্বের প্রতিফলন ঘটানো।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, গ্রন্থবিক্রেতা, গ্রন্থ আমদানী ও রপ্তানিকারক, গ্রন্থক্রেতা তথা পাঠক, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সকল পক্ষকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পেশাদার সংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এবং তার মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পেশাজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানসহ উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	

কাজী আবদুল মাজেদ
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

মোঃ মনজুরুর রহমান
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

মফিদুল হক
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

রফিক আজাদ
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

মহিউদ্দিন আহমেদ
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
আহ্বায়ক
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

CamScanner

DEO
মতামতের জন্য
web site এ দিতে
হবে
27/07/25

জাতীয় গ্রন্থনীতি (সংশোধিত) ২০১৪

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamScanner

জাতীয় গ্রন্থনীতি (সংশোধিত) ২০১৪

০১. ভূমিকা : কোন জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে তার মানবসম্পদের উন্নয়ন। বাংলাদেশের মত বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের বেলায় এ বিষয়টি অধিকতর প্রযোজ্য। অপরদিকে মানব সম্পদ উন্নয়নের একটা প্রধান ও সর্বাধিক কার্যকর উপাদান হচ্ছে গ্রন্থ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিবর্তন এবং মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনে গ্রন্থ অসাধারণ ভূমিকা রেখে আসছে। সময়ের বিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় গ্রন্থের নানা বিবর্তন ঘটে চলেছে। কাদা মাটির চাকতি, প্যাপিরাস রোল, কোডেক্স, ভেলাম ও পার্চমেন্টের পর কাগজ তৈরি ও ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্রের আবিস্কার গ্রন্থ জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন বয়ে আনে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে সাম্প্রতিক সময়ে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি প্রবর্তিত হয়েছে ই-বুকস, অনলাইন বুকস, ডিজিটাল বুকস ইত্যাদির। তবে যে আকার বা মাধ্যমেই হোক শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এবং উন্নয়নের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে এবং তথ্যের আদান প্রদানে গ্রন্থের উপযোগিতা রয়েই গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী গ্রন্থের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে আসছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সবার জন্য বই শ্লোগানটি উপস্থাপন করে। ইউনেস্কোর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ গ্রন্থমেলা এবং এ উপলক্ষে বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হয়। পত্র পত্রিকায় এসব বিষয় গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়। বাংলাদেশে এভাবেই প্রথম গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোর প্রচারণা ও কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭-১১ জুন, ১৯৮২ ইউনেস্কোর উদ্যোগে লন্ডনে ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ফর বুকস এর আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসে গ্রন্থের উন্নয়ন ও গ্রন্থকে কোন জাতির উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহারের উপায় হিসেবে 'রিডিং সোসাইটি' গড়ে তোলাকে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে ইউনেস্কো ' Towards a Reading Society' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলার জন্য ছয়টি মূল লক্ষ্য নির্দেশ করা হয়।

এসবের ধারাবাহিকতায় আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও উপ-আঞ্চলিক আলোচনায় সদস্য দেশসমূহকে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন, গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য শক্তিশালী গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে গ্রন্থের প্রকাশ ও ব্যবহার সর্বতোভাবে উৎসাহিত করার লক্ষে ১৯৯৪ সালে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণীত ও মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়। দেশের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিজ্ঞজনদের সম্মিলিত প্রজ্ঞার আলোকে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণীত হলেও প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ ও সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা না থাকায় এবং দেশে গ্রন্থ উন্নয়নের জন্য কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান না থাকায় জাতীয় গ্রন্থনীতির তেমন কোন বাস্তবায়ন হয়নি। ইতোমধ্যে দেড় দশকেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি ই-বুকস, অনলাইন বুকস, ডিজিটাল

CamScanner

বকুস ইত্যাদির আবির্ভাব হয়েছে এবং এগুলোর প্রচলন ও ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং রূপকল্প ২০২১ রূপায়ণে গ্রন্থের উপযুক্ত ভূমিকায় বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। এ অবস্থায় জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন করে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। দেশে গ্রন্থ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে শক্তিশালী বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ এ রূপদান বিষয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ২৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটি মিলানায়তনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের সুপারিশমালা বিবেচনার জন্য ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায়ও বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৩-২০১১ তারিখের সবিম/শাঃ৪/জাগ্র-২০/৯৪/১১৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন বলে জাতীয় গ্রন্থনীতিকে যুগোপযোগী করে সংশোধন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও ডেইলী সান পত্রিকার সম্পাদক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনকে আহ্বায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটা কমিটি গঠন করা হয়(সংযোজনী-১)। গঠিত কমিটির ০৪-০৪-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় কমিটির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও কাজের সুবিধার্থে বিশিষ্ট প্রকাশক, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব ও প্রাবন্ধিক জনাব মফিদুল হক-কে কমিটিতে সংযোজন করে নেয়া হয়। কমিটির ২০-০৪-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় সংশোধিত জাতীয় গ্রন্থনীতির খসড়া প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয় :

ক.	জনাব মফিদুল হক	-	আহ্বায়ক
খ.	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ	-	সদস্য
গ.	জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান	-	সদস্য
ঘ.	কাজী আবদুল মাজেদ	-	সদস্য
ঙ.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	-	সদস্য-সচিব

মূল কমিটি ও উপ-কমিটি বেশ কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত সংশোধিত জাতীয় গ্রন্থনীতি-২০১১ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেছে। প্রস্তাবিত এ নীতিমালায় গ্রন্থ ও জাতীয় গ্রন্থনীতির সংজ্ঞা, জাতীয় গ্রন্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ১৬ (ষোল)টি ক্ষেত্র এবং মোট ২৯ (উনত্রিশ)টি নীতি নির্ধারণ এবং প্রতিটি নীতির উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকৌশল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সুস্পষ্ট দায়িত্ব চিহ্নিতকরণসহ একটা সময়ভিত্তিক বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনাও প্রদান করা হয়েছে। এ নীতিমালা গৃহীত হলে আশা করা যায় এর বাস্তবায়ন সহজতর হবে এবং দেশে মানসম্পন্ন গ্রন্থের প্রণয়ন, প্রকাশ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে একটা পাঠক সমাজ গড়ে উঠবে। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে দেশের গ্রন্থ সেক্টর কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

০২. গ্রন্থ ও জাতীয় গ্রন্থনীতির সংজ্ঞা:

০২.১ এই নীতিতে গ্রন্থ বলতে নিম্নলিখিত সামগ্রীকে বোঝাবে:

ক) কাগজ অথবা সমজাতীয় উপকরণে মুদ্রিত, বিক্রয় ও বিতরণের জন্য প্রকাশিত, দুই প্রচ্ছদ বা আবরণের মধ্যে গ্রন্থিত সাময়িকী বা পুস্তিকা নয় এমন পাঠোপকরণ বা তথ্য ও জ্ঞানের সঞ্চয়;

খ) ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত তথ্য ও জ্ঞানের সঞ্চয়।

০২.২ এই নীতিতে জাতীয় গ্রন্থনীতির সংজ্ঞা :

গ্রন্থজগৎ যেসব উপাদান নিয়ে আবর্তিত হয় তাদের বিকাশে সমন্বিত প্রয়াস পরিচালনার লক্ষে প্রণীত নীতিমালাই গ্রন্থনীতি। এই নীতিমালা জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত, গৃহীত ও অনুসৃত হবে বিধায় তা বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৩. জাতীয় গ্রন্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার গ্রন্থের রচনা, প্রকাশ ও ব্যবহার সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা;

খ) দেশের আপামর জনগণের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা ও সর্বক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের বিকাশ;

গ) দেশের শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু কল্যাণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান;

ঘ) ইউনেস্কোর আহ্বান অনুযায়ী পাঠক-সমাজ গঠনের মাধ্যমে জাতীয় মূল নীতি, ধর্ম ও নৈতিকতা চর্চা, অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ও কূপমন্ডকতার বিপরীতে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সহনশীল মূল্যবোধ ও রীতিনীতি বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

০৪. ক্ষেত্রভিত্তিক নীতি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকৌশল:

ক) সাধারণ:

১. গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ডিজাইনারসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য :

ক) দেশে উন্নতমানের গ্রন্থের অভাব পুরণ করা এবং উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ করা;

খ) দেশের বিজ্ঞ ও সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গকে গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনায় আগ্রহী ও উৎসাহিত করা;

গ) প্রকাশনা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যেমন প্রচ্ছদ শিল্পী, চিত্রকর, সম্পাদক, বাঁধাইকারক, নির্ঘন্টকার প্রভৃতি পেশাজীবীদেরকেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কাজে অধিকতর দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জনে আগ্রহী ও উৎসাহিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার, অনুবাদক এবং অন্যান্য সৃজনশীল ব্যক্তি ও পেশাজীবীগণ যাতে তাঁদের প্রাপ্য রয়ালটি ও পারিশ্রমিক অনায়াসে পেতে পারেন তার জন্য কপিরাইট আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)-এর ১৯ ও ৫২ ধারার বিধান অনুযায়ী পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকে উৎসাহিত করা হবে। কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে চুক্তিতে তার সম্মানজনক মীমাংসার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া হবে;

খ) প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রন্থকার ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবীদের অবদানের স্বীকৃতি উল্লেখের বিষয়েও প্রকাশকগণকে অনুপ্রাণিত করা হবে;

CamScanner

গ) গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণে কপিরাইট আইনের ব্যবহার ও প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হবে;

ঘ) উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষে স্বীকৃতি পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এক্ষেত্রের বিশিষ্ট পেশাজীবীদের আমন্ত্রণ, দেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদলে সফরসংগী হিসেবে তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে তাঁদের শ্রমের মর্যাদা ও প্রতিভার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় ও সামজিকভাবে প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

খ) প্রকাশনা:

২. প্রকাশনা শিল্পের সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশক শ্রেণী গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য :

ক) মানসম্পন্ন ও কার্যকর গ্রন্থ প্রকাশনা নিশ্চিত করা এবং তার জন্য প্রকাশনার সকল পর্যায়ে উপযুক্ত পেশাদারিত্বের পরিবেশ সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটানো;

খ) প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) প্রকাশনা শিল্পের ভৌত ও অবকাঠামোগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা;

ঘ) শিক্ষিত জনশক্তিকে প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে উৎসাহিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের জন্য নিয়মিত ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য দেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশে এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে তাঁদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) প্রকাশনা শিল্পের ভৌত ও অবকাঠামোগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ) প্রকাশনা শিল্পকে অধিকতর লাভজনক করে এ ক্ষেত্রের শিক্ষিত ও প্রতিভাবান জনশক্তিকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গ্রন্থের বিক্রয় বৃদ্ধি, গ্রন্থ রপ্তানীতে সুবিধা প্রদান, সুদৃঢ় গ্রন্থ বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩. উপযুক্ত মুদ্রণসামগ্রী, বিশেষত, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী সরঞ্জাম আমদানীকে অগ্রাধিকার দান করা এবং পাশাপাশি দেশে উন্নতমানের কাগজ, কালি ও মুদ্রণ সহায়ক অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) প্রকাশনার ক্ষেত্রকে আধুনিক ও বিশ্বমানের করা।

কর্মকৌশল:

ক) দেশে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরি গ্রন্থ মুদ্রণকে বিশ্বমানের করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানী উদার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশনার স্বার্থে দেশে প্রস্তুত মুদ্রণসামগ্রী যথা কাগজ, বোর্ড, কালি ইত্যাদির মান উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে দেশে উন্নতমানের মুদ্রণসামগ্রী প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেগুলো দেশীয় প্রকাশনা শিল্পে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৪. গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণীকরণ নম্বর (Classification Number) ব্যবহার উৎসাহিত করা।

CamScanner

উদ্দেশ্য :
ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রন্থের বাণিজ্য ও বাজারজাতকরণের সুবিধার উন্নয়ন;
খ) গ্রন্থাগারসমূহে গ্রন্থের সুষম বিন্যাস ও ক্যাটালগ প্রণয়নে সুবিধা সৃষ্টি।

কর্মকৌশল:
ক) প্রকাশকদের নিয়ে সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণী নম্বর (Classification Number) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও উপায় সম্পর্কে সচেতন করা হবে;
খ) সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর ও শ্রেণীকরণ নম্বর সংবলিত গ্রন্থকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৫. শিশু কিশোরদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ও গঠনমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে উন্নতমানের কাগজে আকর্ষণীয় সৌষ্ঠবে পাঠ্য, শিক্ষা সহায়ক, সৃজনশীল ও অন্যান্য ধরনের গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা উৎসাহিত করা।

উদ্দেশ্য :
ক) শিশু কিশোরদের মধ্যে পাঠ্য ও সৃজনশীল গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা;
খ) তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, উচ্চাকাঙ্খা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখা;
গ) কার্যকর পাঠাভ্যাস সৃষ্টি।

কর্মকৌশল:
ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হবে এবং বিষয়টি নিয়ে অব্যাহতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মত-বিনিময় করা হবে;
খ) পাঠ সহায়ক ও সৃজনশীল গ্রন্থের ক্ষেত্রেও এসব গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে;
গ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং শিশু সাহিত্য প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন অন্যান্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকেও অনুরূপ অনুরোধ জানানো হবে;

৬. সকল ধরনের পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ দান করা এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহী করা।

উদ্দেশ্য :
ক) মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সমাজের সকল-শ্রেণী ও পেশার মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণ ও তাঁদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা;
খ) সমাজে সৃজনশীলতার বিকাশ ও নতুন নতুন লেখক সৃষ্টির অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ।

কর্মকৌশল:
ক) পাঠকরুচি ও প্রয়োজন জরিপ করে সকল-শ্রেণী পেশার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হবে;
খ) প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

CamScanner

৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ, আকরগ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, রিডিং সিরিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্পূরক পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ করা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;

খ) উচ্চ শিক্ষাস্তরে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা দূর করা।

কর্মকৌশল:

ক) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের চাহিদা যাচাই করে দেশের শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে মাতৃভাষায় এসব ক্ষেত্রের গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করা হবে এবং এসব গ্রন্থ প্রকাশে বাংলা একাডেমির চলমান কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে;

খ) বাংলা একাডেমি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদের কর্মসূচি জোরদার করা হবে;

গ) বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশে বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সম্ভাব্য সকল উপায়ে উৎসাহিত করা হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

৮. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্য : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

ক) দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ।

কর্মকৌশল:

ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং তার আলোকে সকল স্তরের শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও পাঠোপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;

খ) প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষা ও পাঠোপকরণ তৈরিতে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ ও উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হবে;

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারসহ দেশের গণগ্রন্থাগারসমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ এবং ব্রেইলগ্রন্থ ও শ্রবণসামগ্রীর সংগ্রহসহ পৃথক শাখা সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঘ) অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণসাক্ষরতার প্রসার ও নব্যসাক্ষরদের পাঠভ্যাস বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) রূপকল্প ২০১১ ও জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলার কর্মসূচিকে সফল করতে কার্যকর ভূমিকা রাখা;

খ) দেশব্যাপী নব্যসাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতার পরিচর্যা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন।

CamScanner

কর্মকৌশল:

ক) সরকারের বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে উপযুক্ত পাঠসামগ্রী প্রণয়ন, প্রকাশ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) নব্যসাক্ষরদের জন্য উপযুক্ত ভাষা, বিষয়বস্তু ও আকর্ষণীয় অঙ্গসৌষ্ঠবসহ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে তাদের ব্যবহারের জন্য দেশের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত গণগ্রন্থাগারে সরবরাহ করা হবে;

গ) বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও নব্যসাক্ষর কর্মসূচির সহায়ক পুস্তক প্রকাশে সরকার, এনজিও এবং প্রকাশকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১০. বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয়মূলক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মবিকাশের অনুকূল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, লালন ও পরিচর্যা;

খ) দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের আত্মবিকাশে উৎসাহ সৃষ্টি করা।

কর্মকৌশল:

ক) দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির পরিচর্যা ও উন্নয়নের লক্ষে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে এবং বেসরকারি উদ্যোগেও এক্ষেত্রে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১১. বিদেশি ক্লাসিকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশী পাঠকদের কাল-উত্তীর্ণ বিশ্বসাহিত্য পাঠের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে মননশীলতা চর্চায় সহায়তা প্রদান করা।

কর্মকৌশল:

ক) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিদেশি ক্লাসিকস-জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১২. বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসহ অনেক গ্রন্থাগারে রক্ষিত অসংখ্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ এদেশের সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা।

কর্মকৌশল:

ক) গবেষক নিয়োগ করে এসব পাণ্ডুলিপি বাছাই ও সম্পাদনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

খ) সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির ডিজিটাল কপি ও তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

১৩. বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিদেশি ভাষায় সাধারণ পাঠ্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ বিদেশি ভাষায় অনুবাদে উৎসাহিত করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;

খ) বিদেশে বাংলাদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি করা।

CS CamScanner

কর্মকৌশল:

ক) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে এ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশকে উৎসাহিত করা হবে ;

খ) দেশে, বিদেশে এসকল গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে ;

গ) বিদেশি বইমেলায়, প্রকাশকদের অংশগ্রহণে সহায়তা দান ও দেশের বাইরে বিশেষ বইমেলার আয়োজনকরা হবে।

১৪. গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা এবং এসব ক্ষেত্রে উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাতে সহজ শর্তে স্বল্পহারের সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য :

ক) দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সম্প্রসারণ:

খ) সুস্থ রুচিশীল ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ ও অব্যাহত রাখা হবে;

খ) বেসরকারি খাতে প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে;

গ) প্রকাশকদের দপ্তর ও গুদাম নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সহায়তা দান করা হবে।

১৫. সর্বসাধারণের নৈতিকতা বিরোধী, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য :

ক) সমাজে অশ্লীলতা, কুরুচি ও অপসংস্কৃতির চর্চা রোধ;

খ) জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জোরদার করা।

কর্মকৌশল:

ক) এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান কঠোরভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ) ই-বুকস ও ডিজিটাল বুকস :

১৬. কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি ই-বুকস, অডিও বুক অনলাইন সংস্করণ ও ডিজিটাল বুকস প্রণয়ন ও ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সকল স্তরের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, গণশিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ার শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও সহজ, জীবনমুখী, আনন্দদায়ক ও অধিকতর ফলপ্রসূ করা;

খ) দেশ, বিদেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তথ্য ও জ্ঞানের অবাধ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

গ) গৃহশিক্ষক ও কোচিং বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা;

ঘ) নতুন প্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণ করে প্রকাশনার ব্যাপ্তি ঘটানো।

কর্মকৌশল:

ক) দেশের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকদের ই-বুক প্রণয়ন, প্রকাশ ও ব্যবহারের উপর দেশে-বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এক্ষেত্রে তাঁদেরকে দক্ষ ও উৎসাহিত করা হবে;

CamScanner

খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় অন্যান্য স্তরের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, গণশিক্ষা, দূরশিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্যও প্রয়োজনীয় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ই-বুক আকারে প্রণয়ন এবং এ বিষয়ে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহকে ই-বুক্স্-এ রূপান্তর ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে সেগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে;

গ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ই-বুকস এর 'টেক্সট টু স্পিস' সংস্করণ প্রবর্তন করা হবে;

ঘ) পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ও বিদেশিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং দেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম ই-বুক আকারে প্রণয়ন / রূপান্তর এবং কপিরাইট আইনের বিধি বিধান মেনে ওয়েবসাইট, অনলাইন ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের আগ্রহী ব্যবহারকারিদের জন্য সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

ঙ) ই-বুক ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী, গ্রন্থাগারসমূহের পাঠক সমাজ এবং সাধারণ জনগণের জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান ও ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

ঘ. আমদানীঃ

১৭. বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য উন্মুক্ত নীতির অধীনে গ্রন্থের আমদানী সহজ ও সুলভ করা, অশ্লীল, রুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী কার্যকরভাবে রোধ করা, বিদেশি প্রকাশকদের থেকে অল্পমূল্যে ক্রয় করা রিমেন্ডার গ্রন্থ যাতে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করা হয় তার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং আমদানীকারকেরা যাতে যেসব দেশ থেকে গ্রন্থ আমদানী করেন, সেসব দেশে যেন বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্যঃ

ক) দেশে উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের চাহিদা পূরণ;

খ) বিশ্বব্যাপী সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যের সাথে বাংলাদেশের পাঠক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের পরিচিতি ঘটানো;

গ) জ্ঞান ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতির বাস্তবায়ন;

ঘ) নৈতিকতার বিচারে ক্ষতিকর এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী প্রতিরোধ করা;

ঙ) বিদেশি রিমেন্ডার গ্রন্থের অসৎ ব্যবসা বন্ধ করা;

চ) বিদেশে এদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা।

কর্মকৌশলঃ

ক) পাঠ ও তথ্য সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান উচ্চ শুল্কহার কমানোসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

খ) দেশের প্রচলিত আমদানী নীতির আলোকে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

গ) স্বল্প মূল্যে বিদেশি রিমেন্ডার গ্রন্থ আমদানী করে অন্যায়ভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঘ) বিদেশি গ্রন্থের আমদানীকারদের ব্যবসায়িক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশে এদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি ও গ্রন্থ রপ্তানীতে তাদেরকে সম্ভাব্য সকল প্রকারে উৎসাহিত করা হবে।

ঙ) দেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন বিদেশি গ্রন্থ এদেশে স্বল্প মূল্যে বাজারজাত করার জন্য যৌথ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হবে।

CamScanner

ঙ. রপ্তানী:

১৮. আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্তমানের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশকে উৎসাহিত করে গ্রন্থ রপ্তানীর সুযোগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য :

ক) গ্রন্থকে দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় রপ্তানী পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা;

খ) গ্রন্থ রপ্তানীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি করা।

কর্মকৌশল:

ক) বিশ্বের বিভিন্ন সম্ভাবনাপূর্ণ দেশে বাংলাদেশের বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের চাহিদা যাচাই ও বাজার সৃষ্টির জন্য পুস্তক প্রকাশক ও রপ্তানীকারকদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হবে;

খ) গ্রন্থ রপ্তানীর সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য দেশের রপ্তানী নীতিতে বইকে অগ্রাধিকার খাত (Thrust Sector) হিসেবে ঘোষণা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) বিভিন্ন দেশে গ্রন্থ রপ্তানী সহজসাধ্য করার জন্য জাতীয় পতাকাধারী উড়োজাহাজ, বাংলাদেশ রেল ও সমুদ্রগামী জাহাজ পরিবহনে বিশেষ রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাক মাশুলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে;

ঘ) বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন বিষয়ে ই-বুক প্রণয়ন ও প্রকাশ করে অন-লাইনে বিদেশে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ঙ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের বইয়ের মেলা আয়োজনসহ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী বইয়ের বাজার সৃষ্টির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের ট্রেড উইং এর সহায়তা নেয়া হবে।

চ. বিপণন:

১৯. বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ এবং দেশব্যাপী গ্রন্থ বিপণনের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য :

ক) গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণে গ্রন্থকার, প্রকাশক, ক্রেতা এবং পাঠক—এদের কেউই যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার ব্যবস্থা করা;

খ) দেশব্যাপী গ্রন্থের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) গ্রন্থের মূল্য অযৌক্তিকভাবে এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে অধিক বা কম হিসেবে নির্ধারণ না করে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রকাশকদের সচেতন করা হবে;

খ) সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে নির্ধারিত অধিক মূল্যের গ্রন্থ ক্রয়কে নিরুৎসাহিত করা হবে;

গ) দেশব্যাপী প্রচলিত ব্যবসায়িক রীতি নীতির ভিত্তিতে একটা কার্যকর ও গতিশীল গ্রন্থ বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য পুস্তক বিক্রেতাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

ঘ) দেশের বড় বড় নগরীর পাশাপাশি ছোট শহর এবং গ্রামীণ এলাকাসমূহেও বইয়ের দোকান গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য এক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হবে;

CamScanner

ঙ) প্রকাশক ও গ্রন্থ বিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা, যথাযথ কমিশন প্রদান, অবিক্রিত গ্রন্থের প্রতি প্রকাশকের সহানুভুতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, বিক্রিত ও অবিক্রিত গ্রন্থের হিসাবে স্বচ্ছতা রক্ষা, মুদ্রিত মূল্যে বই বিক্রি, প্রকাশক কর্তৃক নিয়মিত ক্যাটালগ ও প্রচারপত্র বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যবসাকে অধিকতর লাভজনক করার জন্য প্রকাশক ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকে সচেতন করা হবে;

চ) দেশে গ্রন্থের প্রচার, প্রসার ও বিক্রি বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থ সংক্রান্ত ক্যাটালগ ও প্রচার পত্র প্রেরণে সড়ক, রেলপথ, নৌ-পরিবহন ও বিমানের অভ্যন্তরীণ রুটে রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাকমাশুলের ব্যবস্থা করা হবে।

ছ. গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীঃ

২০. ঢাকায় মাসব্যাপী একুশে বইমেলার আয়োজনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা আয়োজনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ও বিশেষ গ্রন্থমেলা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা এবং শিশুতোষ গ্রন্থের পৃথক মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

উদ্দেশ্য :

ক) বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে বিশ্বমানে উন্নীত করা;

খ) বিশ্ব জ্ঞান ভান্ডারের সঙ্গে বাংলাদেশের লেখক, পাঠক, গবেষক, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ও কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করা;

গ) দেশব্যাপী গ্রন্থের প্রচার প্রসার ও বিক্রয় উন্নয়ন;

ঘ) জনগণের মধ্যে গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন;

ঙ) শিশু-কিশোর পাঠকদের গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করা।

কর্মকৌশলঃ

ক) বাংলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় মাসব্যাপী একুশে বই মেলার আয়োজনকে আরও কার্যকর করার জন্য স্থান সংকট দূর করা, স্থায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হবে;

খ) ঢাকায় প্রতি এক বছর অন্তর আন্তর্জাতিক বই মেলার আয়োজন করা হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও সময়সূচী নির্ধারণ করে, দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা, বইমেলার আন্তর্জাতিক পঞ্জিকায় মেলাটিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের মেলায় অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করা ও তাদের গ্রন্থ আনা, বিক্রয় ও অবিক্রিত গ্রন্থ ফেরত নেয়ার বিষয়গুলিকে সহজ করাসহ মেলা আয়োজন ও সফল করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

গ) একুশে বইমেলা ও আন্তর্জাতিক বই মেলা ছাড়াও ঢাকায় বিভিন্ন ঋতু, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উলে-খ্যযোগ্য ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ গ্রন্থ মেলার আয়োজন করা হবে;

ঘ) গ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পেশাদার সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলার সমান্তরালভাবে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত ভিত্তিতে গ্রন্থমেলার এবং মেলার সময় গ্রন্থভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হবে;

ঙ) আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুতোষ গ্রন্থের বিশেষ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে;

চ) দেশের শহরতলী এলাকাসমূহ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

জ. উপাত্ত ভান্ডারঃ

২১. গ্রন্থজগতের বিভিন্ন অংশে যেমন লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত ভান্ডার গড়ে তোলা এবং দেশে ও বিদেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কী কী ধরনের গ্রন্থের চাহিদা আছে সে সম্পর্কে প্রকাশকদের অবহিত করা।

CamScanner

উদ্দেশ্য:

ক) গ্রন্থ জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুসমন্বয় রক্ষা করা;

খ) দেশে বিদেশে গ্রন্থের চাহিদা ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে সহায়তা দান;

গ) এ ক্ষেত্রের গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

কর্মকৌশল:

ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ'-এ (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র) আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগসহ একটা পৃথক সেল গঠন করে সেখানে গ্রন্থ জগৎ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং লেখক, প্রকাশক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে;

খ) দেশে-বিদেশে গ্রন্থের চাহিদা জরিপ করে তার ফলাফল লেখক ও প্রকাশকদের জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) বার্ষিক 'বুকস ইন প্রিন্ট' প্রকাশ করা হবে।

ঙ. উৎসাহ দান:

২২. সৃজনশীল রচনা বাবদ লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ও শিল্পীর আয়ের যুক্তিসংগত পরিমাণকে আয়করমুক্ত রাখার সুপারিশ করা এবং উপযুক্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা।

উদ্দেশ্য :

ক) সৃজনশীল সাহিত্যকর্মকে উৎসাহিত করা;

খ) শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশ সাধন;

গ) সাহিত্য চর্চাকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে গ্রহণে সাহিত্যসেবীদের উৎসাহিত করা।

কর্মকৌশল:

ক) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রস্তাবিত আয়কর রেয়াতের বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি করে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে;

খ) উৎসাহ পুরস্কার প্রদানের বিষয়েও একটা উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চ. গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ:

২৩. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে ইউনেস্কোর প্রস্তাবের আলোকে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে একটা উপযোগী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা;

খ) জাতীয় গ্রন্থনীতির বাস্তবায়ন, ভবিষ্যতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে গ্রন্থের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা ও দেশব্যাপী রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) গ্রন্থ উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউনেস্কোসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করে গ্রন্থ উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

CS CamScanner

কর্মকৌশলঃ

ক) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন-১৯৯৫ সংশোধন করে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন ও দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার উপযোগী একটা শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে।

ট. গ্রন্থাগার উন্নয়নঃ

২১. গ্রন্থ উন্নয়নের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি, শিক্ষানীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ইত্যাদির আলোকে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্যঃ

ক) দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা;

খ) গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;

গ) আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষায় সহায়তার পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের জন্য জীবনব্যাপী স্বশিক্ষার কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা;

ঘ) শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সমাজের সকল মানুষের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ;

ঙ) সারা দেশে রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলা;

চ) সমাজে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও অপসংস্কৃতির বিপরীতে বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার;

ছ) মানুষকে সাধারণ বিষয়সমূহ, যেমন-স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টিজ্ঞান, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, মাদকের কুফল, মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, সুনাগরিক গুণাবলী, স্ব-কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা;

জ) সকল শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তি ও প্রতষ্ঠানকে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের যোগান দিয়ে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

কর্মকৌশলঃ

ক) বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে তার আওতায় গ্রন্থাগারটির কর্মপরিধি, জনবল কাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবা সুবিধার উন্নয়ন করে প্রতিষ্ঠানটিকে দেশে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে Centre of excellence-এ পরিণত করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

খ) ইউনেস্কোর 'পাবলিক লাইব্রেরি মেনিফেস্টোর' আহ্বান অনুযায়ী দেশের গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যও একটা পৃথক ও উপযুক্ত আইন প্রবর্তন করে তার আওতায় দেশে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত একটা সমন্বিত এবং উন্নততর গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সর্বস্তরেরগণগ্রন্থাগারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠ্যসামগ্রী দ্বারা গ্রন্থাগারগুলোকে সমৃদ্ধ করা হবে, যাতে দেশের ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক গণগ্রন্থাগর সেবা পেতে পারেন;

গ) শিক্ষানীতির প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ তৈরী, জনবল সৃষ্টি এবং যোগ্য ও উপযুক্ত পেশাজীবীদের দ্বারা পূরণ, পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠসামগ্রী ও সহায়ক গ্রন্থের সংগ্রহ রাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ঘ) দেশের সকল নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান, যেমন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও শিল্প কলকারখানায় কার্যকর গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রাপ্তি ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা এবং মননশীলতা চর্চা ও গ্রন্থপাঠে বিনোদন লাভের সুযোগ পান;

CamScanner

ঙ) গ্রন্থাগার স্থাপন বা গ্রন্থাগারে সহায়তা প্রদানকে দাতব্য বিষয় হিসেবে গণ্য করে তার জন্য আয়কর রেয়াতের সুপারিশ করা হবে;

চ) গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করা এবং উন্নতমানের গ্রন্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ছ) সুপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে;

জ) গ্রন্থাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং গতানুগতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পাশাপাশি ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে;

ঝ) সামাজিক উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে ঐতিহ্য এদেশে ছিল সে ধারার পুনঃপ্রবর্তনে সারা দেশে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে;

ঞ) গ্রন্থাগারকে সমাজের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এ সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীগণ যাতে করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার ক্ষেত্রে সরকার থেকে প্রদত্ত এম.পি.ও সুবিধার মত কোন সুবিধা পেতে পারেন তার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

ট) মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন গ্রন্থাগারে যাতে ধর্মীয় গ্রন্থ ছাড়াও জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পর্কিত বইপত্র সংগৃহীত ও ব্যবহার হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঠ) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে বাংলাদেশ বিষয়ক গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ই. পাঠাভ্যাস উন্নয়ন:

২৫. দেশব্যাপী পাঠাভ্যাস উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে 'রিডিং সোসাইটি' গঠন ও মননশীলতা চর্চার সুযোগ সম্প্রসারণ করা;

খ) তথ্য ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ জাতি গঠন।

কর্মকৌশল:

ক) শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ বিষয়ে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;

খ) সরকারের উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে দেশের সরকারি-বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে সম্পৃক্ত ও কার্যকর করে এবং উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পাঠোপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করে নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;

গ) দেশব্যাপী গ্রন্থমেলা ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলার আয়োজন এবং এ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে গ্রন্থপাঠে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হবে;

ঘ) দেশের গণমাধ্যমসমূহে পাঠাভ্যাস উন্নয়নমূলক ফিচার/অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

ঙ) স্থানীয় প্রশাসন, সিভিল সোসাইটি এবং গণমাধ্যমসমূহের সহযোগিতায় দেশের প্রতিটি স্বচ্ছল পরিবারে গৃহ-গ্রন্থাগার বা পারিবারিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যদের পাঠাভ্যাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হবে;

চ) সারা দেশে বুক ক্লাব গঠন করে তার মাধ্যমে পাঠাভ্যাসে উৎসাহ যোগানো ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে 'প্রিয়জনকে বই উপহার দিন' শ্লোগান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রচার প্রচারণা ও জনগণকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

CamScanner

ছ. তালিকাগ্রন্থ:

২৬. নিয়মিতভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালগ ইত্যাদির প্রকাশ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

ক) দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার;
খ) দেশে-বিদেশে গ্রন্থ বিপণনে সহায়তা প্রদান;
গ) গ্রন্থের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা, গবেষক, গ্রন্থাগারিক, পাঠক, লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থ ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদান করা।

কর্মকৌশল:

ক) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক জাতীয়গ্রন্থপঞ্জির সময়মত ও নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে;
খ) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির পাশাপাশি গ্রন্থের তথ্য সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা যেমন বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালাগ, গ্রন্থপঞ্জির গ্রন্থপঞ্জি, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদির প্রকাশনায় উৎসাহ যোগানো হবে এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিসহ এসকল প্রকাশনা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জ. রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিট:

২৭. কপিরাইট আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)- পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় লিগ্যাল ডিপোজিট হিসেবে দুই কপি করে গ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়া এবং 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩'- সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা দেয়ার ব্যবস্থা রহিত করা।

উদ্দেশ্য:

ক) বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল গ্রন্থের এক কপি করে স্থায়ীভাবে জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা এবং এক কপি বই পাঠক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে রাখা ;
খ) প্রকাশিত গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার এবং জাতীয় ভিত্তিতে গ্রন্থতথ্য ও প্রকাশনার পরিসংখ্যান সংরক্ষণ ;
গ) গ্রন্থের বিপণন উন্নয়ন।

কর্মকৌশল:

ক) কপিরাইট আইন পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় দেশের সকল প্রকাশনার দুই কপি করে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়ার বিধান করা এবং এই লিগ্যাল ডিপোজিটের বই যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
খ) 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট ১৯৭৩' সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা নেয়ার বিধান রহিত করার জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।

ঝ. কপিরাইট:

২৮. গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে কপিরাইট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

ক) প্রকাশনা শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ করা;
খ) গ্রন্থ-তাস্কর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাস্কর্য রোধ করা।

CamScanner

কর্মকৌশল:

ক) সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন এবং গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে কপিরাইট আইন সম্পর্কে লেখক, প্রকাশকসহ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সচেতন করা এবং এ আইনের আশ্রয়লাভ ও বিধানাবলী মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হবে;

খ) কপিরাইট অফিসের অবকাঠামোগত সুবিধা এবং জনবল কাঠামোর উন্নয়ন করে কপিরাইট আইন বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করা হবে;

গ) অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ থেকেও কপিরাইট আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়ান কপিরাইট অফিসকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে;

ঘ) দেশি-বিদেশি বইয়ের পাইরেসি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঙ) কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯(২০১১ সালে সংশোধিত)-এর বিধানাবলী কার্যকর করে পাইরেটেড বই আমদানি-রপ্তানী রহিত করা হবে।

ত. পেশাদার সংগঠন:

২৯. প্রকাশনা শিল্পের সর্বস্তরে পেশাদারিত্বের প্রতিফলন ঘটানো।

উদ্দেশ্য:

ক) প্রকাশনা শিল্পের উৎকর্ষ সাধন এবং এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ।

কর্মকৌশল:

ক) প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, গ্রন্থবিক্রেতা, গ্রন্থ আমদানী ও রপ্তানিকারক, গ্রন্থক্রেতা তথা পাঠক, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সকল পক্ষকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে পেশাদার সংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এবং তার মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পেশাজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানসহ উৎসাহিত করা হবে।

৫. বাস্তবায়ন :

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব থাকবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রস্তাবিত বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ(বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এর উপর। এ বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ(বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এ ক্ষেত্রে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। তবে নীতি ২৩ এর প্রস্তাব অনুযায়ী বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে দেশে গ্রন্থ উন্নয়ন ও জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে **"জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন সেল"** নামে একটা সেল গঠন করা যেতে পারে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের ২/৩জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে খন্ডকালীন/পূর্ণকালীন ভিত্তিতে পরামর্শক, সহযোগী পরামর্শক ও সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাঁদের সাথে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক বা একাধিক কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা (প্রয়োজনে) ও সহায়ক জনবল সংযুক্ত করে এবং প্রয়োজনীয় বাস্তব সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রস্তাবিত এ সেল গঠিত হতে পারে। নীতি ২৩ পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এ সেল বহাল থাকবে এবং জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে যাবে। জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের স্বার্থে অবিলম্বে এই সেল গঠন, পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা বিশেষ জরুরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হওয়া দরকার।

নীতিমালা বাস্তবায়নে একটা বিস্তারিত কর্মকৌশল অনুসরণ করা হবে।

CamScanner

৬. কর্মকৌশলঃ

জাতীয় গ্রন্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ভিত্তিক ২৯টি নীতি এবং সেগুলোর বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য ৮৭টি কর্মকৌশল বা করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকৌশল বা করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ এবং একটা সময় ভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি কর্মকৌশল বা করণীয় বিষয় এর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদীয় বাস্তবায়নকাল দেখানো হয়েছে। স্বল্প মেয়াদ বলতে ১৮ মাস বা তার কম সময়, মধ্য মেয়াদ বলতে ১৮ মাসের অধিক কিন্তু ৫ বছরের কম এবং দীর্ঘ মেয়াদ বলতে ৫ বছর থেকে অনধিক ১০ বছর সময়কে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন কর্মকৌশল বা করণীয় স্বল্প বা মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়ে যাবে, আবার কোন কোন কর্মকৌশলের বাস্তবায়ন স্বল্প মেয়াদে শুরু হয়ে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদেও চলতে থাকবে। সারণীতে বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে মনিটর করবে। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এ বিষয়ে সমন্বয় ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

CamScanner

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা

ক্ষেত্র : ক) সাধারণঃ

নীতি-১: গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ডিজাইনারসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার, অনুবাদক এবং অন্যান্য সৃজনশীল ব্যক্তি ও পেশাজীবীগণ যাতে তাঁদের প্রাপ্য রয়ালটি ও পারিশ্রমিক অনায়াসে পেতে পারেন তার জন্য কপিরাইট আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)-এর ১৯ ও ৫২ ধারার বিধান অনুযায়ী পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকে উৎসাহিত করা হবে। কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে চুক্তিতে তার সম্মানজনক মীমাংসার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া হবে;	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; খ) কপিরাইট অফিস ; গ) সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ ; ঘ) সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	√	√	√	
খ	প্রকাশিত গ্রন্থে গ্রন্থকার ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবীদের অবদানের স্বীকৃতি উল্লেখের বিষয়েও প্রকাশকগণকে অনুপ্রাণিত করা হবে;	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; খ) সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ ।	√	√	√	
গ	গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণে কপিরাইট আইনের ব্যবহার ও প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হবে;	কপিরাইট অফিস	√	√	√	
ঘ	উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষে স্বীকৃতি পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এক্ষেত্রের বিশিষ্ট পেশাজীবীদের আমন্ত্রণ; দেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদলে সফরসংগী হিসেবে তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে তাঁদের শ্রমের মর্যাদা ও প্রতিভার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে।	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ।		√	√	

CamScanner

ক্ষেত্র-খ) প্রকাশনা:

নীতি-২: প্রকাশনা শিল্পের সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশক শ্রেণী গড়ে তোলা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মননসম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের জন্য নিয়মিত ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
খ	প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য দেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশে এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে তাঁদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
গ	প্রকাশনা শিল্পের ভৌত ও অবকাঠামোগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।	ক) অর্থ বিভাগ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঘ	প্রকাশনা শিল্পকে অধিকতর লাভজনক করে এ ক্ষেত্রের প্রতি শিক্ষিত ও প্রতিভাবান জনশক্তিকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গ্রন্থের বিক্রয় বৃদ্ধি, গ্রন্থ রপ্তানীতে সুবিধা প্রদান, সুদৃঢ় গ্রন্থ বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

নীতি-৩: উপযুক্ত মুদ্রণসামগ্রী বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী সরঞ্জাম আমদানীকে অগ্রাধিকার দান করা এবং পাশাপাশি দেশে উন্নতমানের কাগজ, কালি ও মুদ্রণ সহায়ক অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	দেশে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরি গ্রন্থ মুদ্রণকে বিশ্বমানের করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানী উদার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।		√	√	
খ	উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশনার স্বার্থে দেশে প্রস্তুত মুদ্রণসামগ্রী যথা কাগজ, বোর্ড, কালি ইত্যাদির মান উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে দেশে উন্নতমানের মুদ্রণসামগ্রী প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেগুলো দেশীয় প্রকাশনা শিল্পে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।	(ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) (খ)বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ।		√	√	

CamScanner

নীতি-৪: গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণীকরণ নম্বর (Classification Number) ব্যবহার উৎসাহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রকাশকদের নিয়ে সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে গ্রন্থে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর (ISBN) ও শ্রেণী নম্বর (Classification Number) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও উপায় সম্পর্কে সচেতন করা হবে;	ক) আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
খ	সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান গ্রন্থ নম্বর ও শ্রেণীকরণ নম্বর সংবলিত গ্রন্থকে প্রাধান্য দেয়া হবে।	সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	√	√	√	

নীতি-৫: শিশু কিশোরদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ও গঠনমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে উন্নতমানের কাগজে আকর্ষণীয় সৌষ্ঠবে পাঠ্য শিক্ষা সহায়ক, সৃজনশীল ও অন্যান্য ধরনের গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা উৎসাহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হবে এবং বিষয়টি নিয়ে অব্যাহতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মত বিনিময় করা হবে;	ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা বোর্ড; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
খ	পাঠ সহায়ক ও সৃজনশীল গ্রন্থের ক্ষেত্রেও এসব গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
গ	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং শিশু সাহিত্য প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন অন্যান্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকেও অনুরূপ অনুরোধ জানানো হবে;	ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	

নীতি-৬: সকল ধরনের পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহদান করা এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহী করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	পাঠকরুচি ও প্রয়োজন জরিপ করে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

CamScanner

৮

খ	প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের রচিত গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।	বাংলা একাডেমী	√	√	√	

নীতি-৭: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ, আকরগ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, রিডিং সিরিজসহ অন্যান্য গ্রন্থ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্পূরক পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ করা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের চাহিদা যাচাই করে দেশের শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে মাতৃভাষায় এসব ক্ষেত্রের গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করা হবে এবং এসব গ্রন্থ প্রকাশে বাংলা একাডেমীর চলমান কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে;	বাংলা একাডেমী	√	√	√	
খ	বাংলা একাডেমী থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদের কর্মসূচি জোরদার করা হবে;	বাংলা একাডেমী	√	√	√	
গ	বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশে বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সম্ভাব্য সকল উপায়ে উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	

নীতি-৮: প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং তার আলোকে সকল স্তরের শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও পাঠোপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;	ক) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; গ) এক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	
খ	প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষা ও পাঠোপকরণ তৈরীতে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ ও উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হবে;	ক) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; গ) এক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	

CamScanner

গ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারসহ দেশের গণগ্রন্থাগারসমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ এবং ব্রেইলগ্রন্থ ও শ্রবণসামগ্রীর সংগ্রহসহ পৃথক শাখা সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হবে।	ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ; খ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; গ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ঘ) এক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	
ঘ	দেশের অস্টিটিক শিশুদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (খ) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়		√	√	

নীতি-৯: নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণসাক্ষরতার প্রসার ও নব্যসাক্ষরদের পাঠভ্যাস বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সরকারের বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে উপযুক্ত পাঠসামগ্রী প্রণয়ন, প্রকাশ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	√	√		
খ	নব্যসাক্ষরদের জন্য. উপযুক্ত ভাষা, বিষয়বস্তু ও আকর্ষণীয় অঙ্গসৌষ্ঠবসহ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে তাদের ব্যবহারের জন্য দেশের গ্রামপর্যায় পর্যন্ত গণগ্রন্থাগারে সরবরাহ করা হবে।	ক) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; গ) সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ।	√	√	√	
গ	বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও নব্যসাক্ষর কর্মসূচির সহায়ক পুস্তক প্রকাশে সরকার, এনজিও এবং প্রকাশকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র); খ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; গ)সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ।		√	√	

নীতি-১০: বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয়মূলক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মবিকাশের অনুকূল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির পরিচর্যা ও উন্নয়নের লক্ষে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে এবং বেসরকারি উদ্যোগেও এক্ষেত্রে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে।	ক) ক্ষুদ্র জাতি সত্তাসমূহের জন্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্থাসমূহ; খ) বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ।	√	√	√	

CamScanner

নীতি-১১: বিদেশি ক্লাসিকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিদেশি ক্লাসিকস-জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ	√	√	√	

নীতি-১২: বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গবেষক নিয়োগ করে এসব পাণ্ডুলিপি বাছাই ও সম্পাদনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√		
খ	সংগৃহীত পান্ডুলিপির ডিজিটাল কপি ও তালিকা প্রণয়ন করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

নীতি-১৩: বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিদেশি ভাষায় সাধারণ পাঠ্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ বিদেশি ভাষায় অনুবাদে উৎসাহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে এ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশকে উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	দেশে, বিদেশে এসকল গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
গ	বিদেশি বইমেলায়, প্রকাশকদের অংশগ্রহণে সহায়তা দান ও দেশের বাইরে বিশেষ বইমেলার আয়োজনকরা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√	√	

নীতি-১৪: গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা এবং এসব ক্ষেত্রে উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাতে সহজ শর্তে স্বল্পহারের সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থ প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ ও অব্যাহত রাখা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	বেসরকারি খাতে প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।	ক) অর্থ বিভাগ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	

CamScanner

গ	প্রকাশকদের দপ্তর ও গুদাম নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সহায়তা দান করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

নীতি-১৫: সর্বসাধারণের নৈতিকতা বিরোধী অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান কঠোরভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	√	√	√	

ক্ষেত্র-গ) ই-বুকস ও ডিজিটাল বুকস :

নীতি-১৬: কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি ই-বুকস, অনলাইন সংস্করণ ও ডিজিটাল বুকস প্রণয়ন ও ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	দেশের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকদের ই-বুক প্রণয়ন, প্রকাশ ও ব্যবহারের উপর দেশে বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এক্ষেত্রে তাঁদেরকে দক্ষ ও উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় অন্যান্য স্তরের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, গণশিক্ষা, দূরশিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্যও প্রয়োজনীয় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ই-বুক আকারে প্রণয়ন এবং এ বিষয়ে কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহকে ই-বুক্স্-এ রূপান্তর ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে সেগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে;	ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ; খ) বাংলা একাডেমী ; গ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ঘ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
গ	দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ই-বুকস এর 'টেক্সট টু স্পিস' সংস্করণ প্রবর্তন করা হবে;	ক) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঘ	পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থ ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ও বিদেশিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং দেশের উলেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম	ক) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) ; খ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।		√	√	

CamScanner

	ই-বুক আকারে প্রণয়ন/রূপান্তর এবং কপিরাইট আইনের বিধি-বিধান মেনে ওয়েবসাইট, অনলাইন ও দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের আগ্রহী ব্যবহারকারিদের জন্য সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;					
ঙ	ই-বুক ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী, গ্রন্থাগারসমূহের পাঠক সমাজ এবং সাধারণ জনগণের জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান ও ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

ক্ষেত্র-ঘ. আমদানী:

নীতি-১৭: বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য উন্মুক্ত নীতির অধীনে গ্রন্থের আমদানী সহজ ও সুলভ করা, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী কার্যকরভাবে রোধ করা, বিদেশি প্রকাশকদের থেকে অল্পমূল্যে ক্রয় করা রিমেন্ডার গ্রন্থ যাতে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করা হয় তার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং আমদানীকারকেরা যাতে যেসব দেশ থেকে গ্রন্থ আমদানী করেন, সেসব দেশে যেন বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	পাঠ ও তথ্য সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান উচ্চশুল্কহার কমানোসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ; খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ; গ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
খ	দেশের প্রচলিত আমদানী নীতির আলোকে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী গ্রন্থের আমদানী রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	√	√	√	
গ	স্বল্প মূল্যে বিদেশি রিমেন্ডার গ্রন্থ আমদানী করে অন্যায়ভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
ঘ	বিদেশি গ্রন্থের আমদানীকারদের ব্যবসায়িক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশে এ দেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টি ও গ্রন্থ রপ্তানীতে তাদেরকে সম্ভাব্য সকল প্রকারে উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
ঙ	দেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন বিদেশি গ্রন্থ এ দেশে স্বল্প মূল্যে বাজারজাত করার জন্য যৌথ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

CamScanner

রক নম্বর: ৪৩

ক্ষেত্র-ঙ. রপ্তানী:

নীতি-১৮: আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্তমানের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশকে উৎসাহিত করে গ্রন্থ রপ্তানীর সুযোগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	বিশ্বের বিভিন্ন সম্ভাবনাপূর্ণ দেশে বাংলাদেশের বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের চাহিদা যাচাই ও বাজার সৃষ্টির জন্য পুস্তক প্রকাশক ও রপ্তানীকারকদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হবে;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√	√	
খ	গ্রন্থ রপ্তানীর সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য দেশের রপ্তানী নীতিতে বইকে অগ্রাধিকার খাত (Thrust Sector) হিসেবে ঘোষণা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়		√	√	
গ	বিভিন্ন দেশে গ্রন্থ রপ্তানী সহজসাধ্য করার জন্য জাতীয় পতাকাধারী জাহাজ ও বিমানে বিশেষ রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাক মাশুলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে;	১। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়; ২। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; ৩। ডাক বিভাগ।		√	√	
ঘ	বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন বিষয়ে ই-বুক প্রণয়ন ও প্রকাশ করে অন-লাইনে বিদেশে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঙ	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের বইয়ের মেলা আয়োজনসহ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি বইয়ের বাজার সৃষ্টির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের ট্রেড উইং-এর সহায়তা নেয়া হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

CamScanner

ক্ষেত্র-চ. বিপণনঃ

নীতি-১৯ঃ বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ এবং দেশব্যাপী গ্রন্থ বিপণনের একট সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	গ্রন্থের মূল্য অযৌক্তিকভাবে এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে অধিক বা কম হিসেবে নির্ধারণ না করে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রকাশকদের সচেতন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	সরকারি খাতে গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে নির্ধারিত অধিক মূল্যের গ্রন্থ ক্রয়কে নিরুৎসাহিত করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়		√	√	
গ	দেশব্যাপী প্রচলিত ব্যবসায়িক রীতি নীতির ভিত্তিতে একটা কার্যকর ও গতিশীল গ্রন্থ বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য পুস্তক বিক্রেতাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঘ	দেশের বড় বড় নগরীর পাশাপাশি ছোট শহর এবং গ্রামীণ এলাকাসমূহেও বইয়ের দোকান গড়ে তোলা ও পরিচালনার জন্য এক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঙ	প্রকাশক ও গ্রন্থ বিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা, যথাযথ কমিশন প্রদান, অবিক্রিত গ্রন্থের প্রতি প্রকাশকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, বিক্রিত ও অবিক্রিত গ্রন্থের হিসাবে স্বচ্ছতা রক্ষা, মুদ্রিত মূল্যে বই বিক্রি, প্রকাশক কর্তৃক নিয়মিত ক্যাটালগ ও প্রচারপত্র বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যবসাকে অধিকতর লাভজনক করার জন্য প্রকাশক ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকে সচেতন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
চ	দেশে গ্রন্থের প্রচার, প্রসার ও বিক্রি বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থ সংক্রান্ত ক্যাটালগ ও প্রচার পত্র বিতরণে রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাকমাশুলের ব্যবস্থা করা হবে।	ক) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়; খ) নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়; গ) ডাক বিভাগ; ঘ) রেল মন্ত্রণালয়;		√	√	

CamScanner

ক্ষেত্র-ছ. গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনী:

নীতি-২০: মাসব্যাপী একুশে বইমেলার আয়োজনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা আয়োজনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ও বিশেষ গ্রন্থমেলা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা এবং শিশুতোষ গ্রন্থের পৃথক মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	মাসব্যাপী একুশে বই মেলার আয়োজনকে আরও কার্যকর করার জন্য স্থান সংকট দূর করা, স্থায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হবে;	ক)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) বাংলা একাডেমী।		√	√	
খ	ঢাকায় প্রতি এক বছর অন্তর আন্তর্জাতিক বই মেলার আয়োজন করা হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও সময়সূচী নির্ধারণ করে, দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা, বইমেলার আন্তর্জাতিক পঞ্জিকায় মেলাটিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের মেলায় অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করা ও তাদের গ্রন্থ আনা, বিক্রয় ও অবিক্রিত গ্রন্থ ফেরত নেয়ার বিষয়গুলিকে সহজ করাসহ মেলা আয়োজন ও সফল করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
গ	একুশে বইমেলা ও আন্তর্জাতিক বই মেলা ছাড়াও ঢাকায় বিভিন্ন ঋতু, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হবে;	ক)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঘ	গ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পেশাদার সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলার সমান্তরালভাবে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত ভিত্তিতে গ্রন্থমেলার এবং মেলার সময় গ্রন্থভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।		√	√	
ঙ	আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুতোষ গ্রন্থের বিশেষ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

চ	দেশের শহরতলী এলাকাসমূহ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

ক্ষেত্র-জ. উপাত্ত ভান্ডারঃ

নীতি-২১: গ্রন্থজগতের বিভিন্ন অংশ যেমন লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত ভান্ডার গড়ে তোলা এবং দেশে ও বিদেশে কোন্ কোন্ বিষয়ের কী কী ধরনের গ্রন্থের চাহিদা আছে সে সম্পর্কে প্রকাশকদের অবহিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ'-এ (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র) আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগসহ একটা পৃথক সেল গঠন করে সেখানে গ্রন্থ জগৎ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং লেখক, প্রকাশক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	দেশে বিদেশে গ্রন্থের চাহিদা জরিপ করে তার ফলাফল লেখক ও প্রকাশকদের জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
গ	বার্ষিক 'বুকস ইন প্রিন্ট' প্রকাশ করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

ক্ষেত্র -ঝ. উৎসাহদানঃ

নীতি-২২: সৃজনশীল রচনা বাবদ লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ও শিল্পীর আয়ের যুক্তিসংগত পরিমাণকে আয়করমুক্ত রাখার সুপারিশ করা এবং উপযুক্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে প্রস্তাবিত আয়কর রেয়াতের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে;	ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	উৎসাহ পুরস্কার প্রদানের বিষয়েও একটা উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√	√	

CamScanner

ক্ষেত্র-এঃ. গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদঃ

নীতি-২৩ঃ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠিন করে ইউনেস্কোর প্রস্তাবের আলোকে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে একটা উপযোগী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন-১৯৯৫ সংশোধন করে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' নামে জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন ও দেশে গ্রন্থ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার উপযোগী একটা শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	√			

ট. গ্রন্থাগার উন্নয়নঃ

২৪. গ্রন্থ উন্নয়নের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি, শিক্ষানীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ইত্যাদির আলোকে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে তার আওতায় গ্রন্থাগারটির কর্মপরিধি, জনবল কাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবা সুবিধার উন্নয়ন করে প্রতিষ্ঠানটিকে দেশে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে Centre of excellence-এ পরিণত করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর		√		
খ	ইউনেস্কোর 'পাবলিক লাইব্রেরি মেনিফেস্টোর' আহ্বান অনুযায়ী দেশের গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যও একটা পৃথক ও উপযুক্ত আইন প্রবর্তন করে তার আওতায় দেশে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গ্রামপর্যায় পর্যন্ত একটা সমন্বিত এবং উন্নততর গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সর্বস্তরের গণগ্রন্থাগারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠ্যসামগ্রী দ্বারা গ্রন্থাগারগুলোকে সমৃদ্ধ করা হবে, যাতে করে দেশের ধর্ম, বর্ণ বয়স, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক গণগ্রন্থাগর সেবা পেতে পারেন;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর		√		

CamScanner

-২৮-

গ	শিক্ষানীতির প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ তৈরী, জনবল সৃষ্টি এবং যোগ্য ও উপযুক্ত পেশাজীবীদের দ্বারা পূরণ, পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পাঠসামগ্রী ও সহায়ক গ্রন্থের সংগ্রহ রাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা নেয়া হবে;	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	√	√	√	
ঘ	দেশের সকল নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান, যেমন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও শিল্প কলকারখানায় কার্যকর গ্রন্থাগার সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে করে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রাপ্তি ছাড়াও দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা এবং মননশীলতা চর্চা ও গ্রন্থপাঠে বিনোদন লাভের সুযোগ পান;	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ		√	√	
ঙ	গ্রন্থাগার স্থাপন বা গ্রন্থাগারে সহায়তা প্রদানকে দাতব্য বিষয় হিসেবে গণ্য করে তার জন্য আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা নেয়া হবে;	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড		√		
চ	গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগারে সরকারি অনুদান বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা এবং উন্নতমানের গ্রন্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতির সংশোধন করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) অর্থ মন্ত্রণালয়; খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	√	√		
ছ	সুপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√		
জ	গ্রন্থাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং গতানুগতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পাশাপাশি ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে;	সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সমূহ	√	√	√	
ঝ	সামাজিক উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে ঐতিহ্য এদেশে ছিল সে ধারার পুনঃপ্রবর্তনে সারা দেশে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ঞ	গ্রন্থাগারকে সমাজের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এ সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীগণ যাতে করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার ক্ষেত্রে সরকার থেকে প্রদত্ত এম.পি.ও সুবিধার মত কোন সুবিধা পেতে পারেন তার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√		

CamScanner

ট	মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন গ্রন্থাগারে যাতে ধর্মীয় বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পর্কিত বইপত্র সংগৃহীত ও ব্যবহার হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		√		
ঠ	বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়; গ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		√		

ক্ষেত্র-ঠ. পাঠাভ্যাস উন্নয়ন:

নীতি-২৫: দেশব্যাপী পাঠাভ্যাস উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ বিষয়ে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ'. (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
খ	সরকারের উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে দেশের সরকারি-বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে সম্পৃক্ত ও কার্যকর করে এবং উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পাঠোপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করে নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে;	ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় খ)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; গ)প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
গ	দেশব্যাপী গ্রন্থমেলা ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলার আয়োজন এবং এ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে গ্রন্থ পাঠে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হবে;	ক)গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	
ঘ	দেশের গণমাধ্যমসমূহে পাঠাভ্যাস উন্নয়নমূলক ফিচার/অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	ক) তথ্য মন্ত্রণালয় খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	
ঙ	স্থানীয় প্রশাসন, সিভিল সোসাইটি এবং গণমাধ্যমসমূহের সহযোগিতায় দেশের প্রতিটি পরিবারে গৃহ-গ্রন্থাগার বা পারিবারিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে পরিবারের সকল সদস্যকে পাঠাভ্যাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হবে;	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ গ) তথ্য মন্ত্রণালয় ঘ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	

চ	সারা দেশে বুক ক্লাব গঠন করে তার মাধ্যমে পাঠাভ্যাসে উৎসাহ যোগানো ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		√	√	
ছ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে 'প্রিয়জনকে বই উপহার দিন' শ্লোগানকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রচার প্রচারণা ও জনগণকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।	(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ (খ) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়		√	√	

ক্ষেত্র-ড. তালিকাগ্রন্থ:

নীতি-২৬: নিয়মিতভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালগ ইত্যাদির প্রকাশ নিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির সময়মত ও নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে;	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	√	√	√	
খ	জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির পাশাপাশি গ্রন্থের তথ্য সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা যেমন বুকস ইন প্রিন্ট, পাবলিশার্স ক্যাটালাগ, গ্রন্থপঞ্জির গ্রন্থপঞ্জি, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদির প্রকাশনায় উৎসাহ যোগানো হবে এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিসহ এসকল প্রকাশনা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	ক) আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√	√	√	

ক্ষেত্র-ঢ. রেজিস্ট্রেশন ও লিগ্যাল ডিপোজিট:

নীতি-২৭: কপিরাইট আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৫)- পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় লিগ্যাল ডিপোজিট হিসেবে দুই কপি করে গ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়া এবং 'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩'- সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা দেয়ার ব্যবস্থা রহিত করা ।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	ক) কপিরাইট আইন পুনরায় সংশোধন করে এর আওতায় দেশের সকল প্রকাশনার দুই কপি করে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়ার বিধান করা এবং এই লিগ্যাল ডিপোজিটের বই যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) কপিরাইট অফিস ; গ) আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।	√	√	√	
খ	'প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট ১৯৭৩' সংশোধন করে এর আওতায় বই জমা নেয়ার বিধান রহিত করার জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; খ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)।	√			

CS CamScanner

ক্ষেত্র-ণ. কপিরাইট:

নীতি-২৮: গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে কপিরাইট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন এবং গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে কপিরাইট আইন সম্পর্কে লেখক, প্রকাশকসহ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সচেতন করা এবং এ আইনের আশ্রয়লাভ ও বিধানাবলী মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হবে;	কপিরাইট অফিস	√	√	√	
খ	কপিরাইট অফিসের অবকাঠামোগত সুবিধা এবং জনবল কাঠামোর উন্নয়ন করে কপিরাইট আইন বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করা হবে;	ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় খ) কপিরাইট অফিস		√		
গ	অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ থেকেও কপিরাইট আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নে কপিরাইট অফিসকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	√	√	√	

ক্ষেত্র-ত. পেশাদার সংগঠন:

নীতি-২৯: প্রকাশনা শিল্পের সর্বস্তরে পেশাদারিত্বের প্রতিফলন ঘটানো।

ক্রমিক নং	কর্মকৌশল/করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী	মন্তব্য
ক	প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, গ্রন্থবিক্রেতা, গ্রন্থ আমদানী ও রপ্তানিকারক, গ্রন্থক্রেতা তথা পাঠক, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সকল পক্ষকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পেশাদার সংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এবং তার মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পেশাজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানসহ উৎসাহিত করা হবে।	প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ' (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)	√	√	√	

কাজী আবদুল মাজেদ
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

মোঃ মনজুরুর রহমান
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

মফিদুল হক
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

রফিক আজাদ
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

মহিউদ্দিন আহমেদ
সদস্য
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
আহ্বায়ক
জাতীয় গ্রন্থনীতি সংশোধন কমিটি

CamScanner